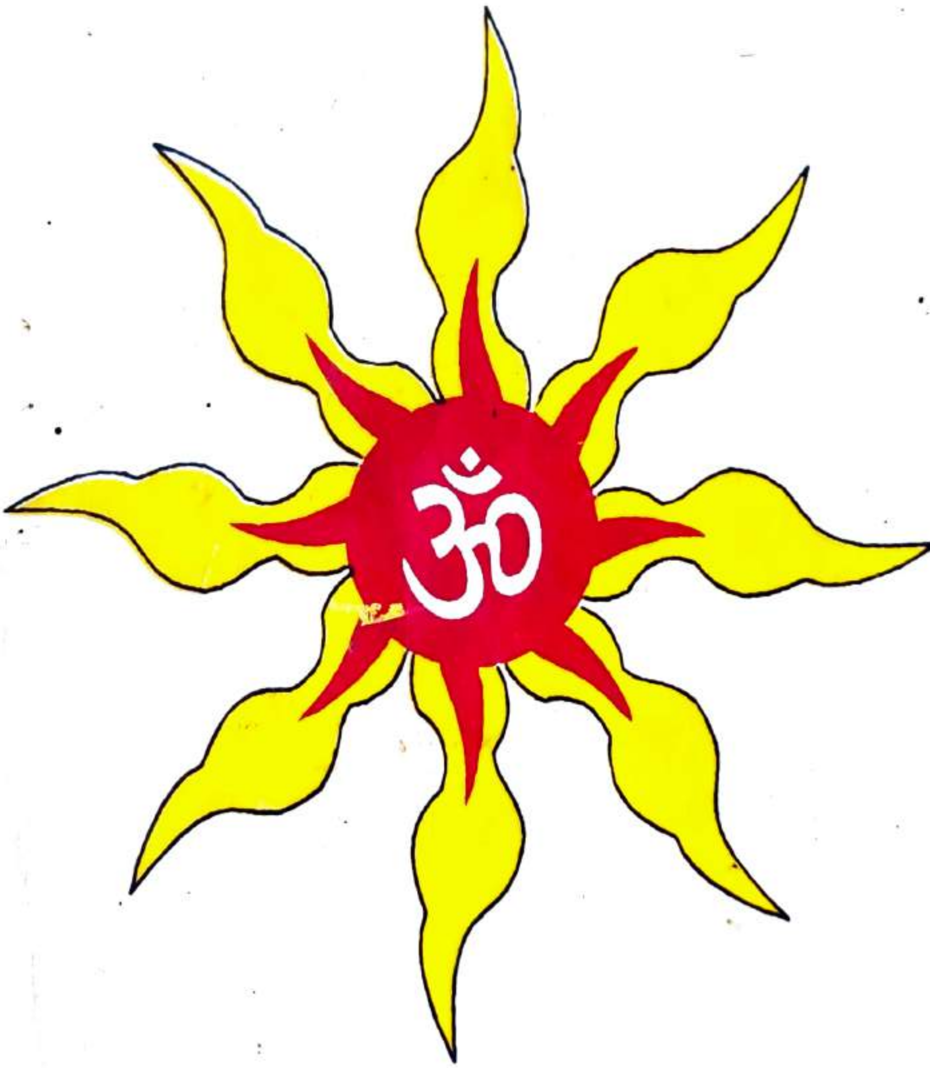
শ্রী শ্রী মৌনীবাবার উপাসনা

মধুর সঙ্গীত



রচনা-গুরুদাস

উৎসর্গ

গুরুদেব,

তোমারি প্রেরণাতে লিখি আর গাই।
শ্রীচরণে উৎসর্গ করে প্রণাম জানাই।।

গুরুদাস

শ্রী শ্রী মৌনীবাবার উপাসনা

গ্রন্থকার ও প্রকাশক ঃ শ্রী কেতকীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (গুরুদাস)

প্রাপ্তিস্থান ঃ আনন্দময় মৌনীবাবা মিশন
পো ঃ রাণীবাড়ী,
জিলা ঃ করিমগঞ্জ, আসাম

ঃ কিশলয় ভট্টাচার্য্য
টিকার বস্তি, শ্রীমা রোড
শিলচর - ৭, আসাম,
দূরভাষ - ০৩৮৪২২৬৭০৪৩

বিনিময় ঃ গুরু তহবিলে প্রণামীস্বরূপ ৪০ টাকা।

মুদ্রক ঃ
মায়াদেবী এন্টারপ্রাইজ,
৪০, কেন্দুয়া মেন রোড,
গড়িয়া কলকাতা - ৭০০ ০৮৪

ওঁ শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ

উপাসনা - ব্যক্তিগত ও সমবেত, উভয়েই আত্মোন্নতির সহায়ক।সন্ধ্যাবেলায় প্রত্যেক পরিবারে কিছুক্ষণ ইষ্টমন্ত্র,জপ, ধ্যান ও উপাসনা কীর্তন করা উচিত। ১০ / ১৫ মিনিটে ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হইবে না। বরং ভাল সংস্কার গড়িয়া উঠিবে। নৈতিক ও ধর্ম শিক্ষার অভাবে সমাজ জীবন প্রায় বিপর্য্যস্ত। কীর্তন ভজন করিতে, এমনকি কীর্তনের আসরে বসিতেও ছেলে মেয়েরা লজ্জাবোধ করে। এই অবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। ভাবী অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে মা - বাবা ও অভিভাবকদের সজাগ হইতে হইবে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসাবে উপাসনাকেও মর্য্যাদা দিতে হইবে।

আমরা সব রকমের কাজের সময় পাই। কিন্তু একটু সময় ভগবানের নাম করার অবসর পাই না। আমাদের অস্তিত্ত্ব,ব্যক্তিত্ত্ব যাঁহার কৃপায়,তাঁহার কাজেই অবহেলা। হিন্দুর ছেলেমেয়েরাই আজকাল হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করে।আমি তাহাদের দোষ দিতে চাই না। দোষী বড়রা। ভোগ বিলাসের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া কত অন্যায়, অসদুপায়, সততা ও মানবতার বলি দিয়া নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার সতত চেষ্টা চালাইতেছে। ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষা ও আত্মোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখার অবসর কোথায়? যুগের দ্রুত পরিবর্ত্তনে এবং কুশিক্ষার প্রভাবে মানবসভ্যতা চরম সঙ্কটের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সত্য দ্রষ্টা ঋষি প্রণীত শাস্ত্র, অবতার, মহাপুরুষদের আদর্শ ও প্রদর্শিত পথই সব রকমের জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও পরমার্থ লাভের উপায়। আনন্দ ও শান্তি সকলেরই কাম্য। দুর্লভ মানব জন্ম যাহাতে সার্থক হয়, সেই পথেই চলা উচিত। ভগবৎ ইচ্ছায় সব হইতেছে। ভাগের সাথে যোগের সাধনোপায় যোগ করিয়া দিলে ধর্ম বিষয়ে যে বিকৃত মনোভাব, তাঁহা দূর হইয়া যাইবে এবং জীবন সুন্দর হইবে। মানবতাই যুগ ধর্ম। সত্যমেব জয়তে। জয় গুরু।

সম্প্রদায়গত উপাসনা -

আপন আপন গুরু সম্প্রদায়গত উপাসনা সর্বত্র প্রচলিত। আমাদের সদ্‌গুরু শ্রী শ্রী মৌনীবাবা ওরফে স্বামী সচ্চিদানন্দ নাথযোগীশ্বর(পরমহংস)বলিতেন আমাদেরকোন সম্প্রদায় নাই। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য প্রদর্শিত ভক্তি পথেই আমাদের মুখ্য সাধন। হঠ যোগ, রাজ যোগ সিদ্ধ মহাতপস্বী মহাপুরুষের যোগসাধনের নির্দেশ উপযুক্ত ক্ষেত্রে থাকিলেও ভক্তি যোগের প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন। ভক্তি বিনা কোন মার্গেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

শিবস্বরূপ সদ্‌গুরু শ্রী শ্রী মৌনিবাবার চরণাশ্রিত শ্রী কেতকীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (গুরুদাস) রচিত উপাসনা কীর্তন শ্রী শ্রী আনন্দময় মৌনীবাবা মিশনের অন্তর্গত ভক্তদের সৌজন্যে প্রকাশ করা হইল।

হাতে সময় থাকিলে অথবা ইচ্ছানুযায়ী উপাসনা কীর্ত্তন দীর্ঘ সময় কিংবা অল্পসময়ে সারিয়া নিতে পারিবেন। তবে প্রথমে ও শেষে জগদ্‌গুরু মৌনীবাবার জয়ধ্বনি দিতে হইবে। (গুরুদেব ছিলেন, তান্ত্রিক, যোগী, জ্ঞানী ও প্রেমিক।) প্রাচীন শিষ্য-ভক্তেরা তাঁহার মহিমা জানিতেন। তাঁহার মধ্যে কেহ কেহ মাকালীর দর্শন করিয়াছেন।কেহ বা শিব ও কেহ বা মহাপ্রভুর দর্শন করিয়াছেন। প্রেমময় পুরুষ কখনও রাধা ভাবে কিংবা গোপীভাবে বিভোর থাকিতেন। অন্তিম সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, পার্থিব শরীর সকলকেই ছাড়তে হয়। আমার মৃত্যু নেই, তবুও শরীর ছাড়তে হবে। শরীর ছেড়ে আমি ওঁ নমস্তুভ্যং বিরুপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে, নমঃ পিনাক হস্তায় বজ্র হস্তায় বৈ নমঃ এই মন্ত্রে থাকবো এবং এই মন্ত্রে প্রণাম করলে আমার কাছে পৌঁছবে সেই প্রণাম। তিনি শিবস্বরূপ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।আর বলিতেন, কেবল হরি নাম,কৃষ্ণ নাম করবি।এ যুগে কেবল কৃষ্ণ নামে উদ্ধার হবে। আর কিছু করতে হবে না।
হর্নৈমৈব কেবলম্।

জয়ধ্বনি –

পরম প্রেমময় সদ্‌গুরু শ্রী শ্রী মৌনীবাবা
রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মচারী মহা যোগেশ্বর
স্বামী সচ্চিদানন্দ নাথ পরমহংস দেব কী জয় ।।

শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জী কী জয় ।।
শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ জী কী জয় ।।
মহাবীর হনুমান জী কী জয় ।।
শ্রী শ্রী আনন্দময় মৌনীবাবা মিশন কী জয় ।।
(সংক্ষেপে–
পরম প্রেমময় সদ্‌গুরু
শ্রী শ্রী মৌনীবাবা কী জয় ।।)

গুরুবন্দনা –

দেবতায়া দর্শনঞ্চ করুণা বরুণালয়ম্ ।
সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদাতারং শ্রীগুরুমপ্রণসাম্যহম্ ।।

বন্দে সদ্‌গুরু রমেশচন্দ্র পদারবিন্দদ্বয়ম্ ।
বন্দে মৌনীবাবা সচ্চিদানন্দ নাথ যোগীশ্বরম্ ।।

বন্দে মহা তপস্বী ঋষিকুল গৌরবম্ ।
পতিত পাবন গুরুঃ ভক্ত বৎসলম্ ।।

বন্দে কুলাবধূতং পরম শিব স্বরূপকম্ ।
দীনবন্ধু জগন্নাথং প্রেমভক্তি প্রদায়কম্ ।।

গুরুপ্রণাম –

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ।।
ওঁ অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ।।
ওঁ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ।।

জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয়
জয় গুরু সদ্‌গুরু জয় গুরু জয় জয় ।।

জয় জয় মৌনীবাবা জয় গুরু জয় জয় ।
সদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ জগদ্‌গুরু জয় জয় ।।

সুন্দর অনুপম নররূপধারী ।
আনন্দ মূরতি হরি বৈকুণ্ঠ বিহারী ।।

একাধারে যোগীঋষি ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব ।
পরব্রহ্ম পরাৎপর পরম বৈষ্ণব ।।

পতিত পাবন গুরু ভব ভয় ত্রাতা ।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বরাভয় দাতা ।।

অনন্ত মহিমা যেমন অনন্ত আকাশ ।
অখন্ড সচ্চিদানন্দ ভুবনে প্রকাশ ।।

স্বরূপে করহ স্থিতি হৃদি পদ্মাসনে ।
ধন্য কর অকিঞ্চনে প্রেম ভক্তি ধনে ।।

✿

(জয় গুরু সদ্‌গুরু প্রেম কল্প তরু ।

জয় গুরু সদ্‌গুরু জয় গুরু জয় ।।

গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় ।।)

শিবগুরু বন্দনা

ওঁ নমঃ শিবায় সচ্চিদানন্দ নাথায় নমঃ

জয় শিব শঙ্কর মহা যোগেশ্বর
জয় গুরু সচ্চিদানন্দ নাথ ।

কৈলাসে ভবানী পতি
সর্ব্ব জীবের গতি,
ত্রিলোকের নাথ গুরু
জয় জগন্নাথ ।।

আদি অন্ত নাই বলে-
অনাদি অনন্ত,
বিল্ব পত্র গঙ্গা জলে
শীলা প্রাণবন্ত ।

আত্ম মায়া বলে শিব
হলে ভবে বহু জীব,
কে বুঝে তোমার লীলা
হে ভোলানাথ ।।

শক্তি বন্দনা

নমামি মাতঃ জগত জননী।
দেহি জ্ঞান দেবী জ্ঞানদায়িনী।।

অসুর বিনাশিনী ত্রিভুবন পালিনী
মঙ্গলময়ী সঙ্কট তারিনী,
দেবের পূঁজিতা জীবে পরিত্রাতা
ভগবতী দুর্গে নমঃ নারায়নী।।

এস মা জননী হৃদয় কমলে,
পূঁজিব চরণ ভক্তি শতদলে,
ষড় রিপূ বলি দিব মায়ের নামে
চিন্ময়ী চিতে জাগ ভবানী।।

✿

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

✿

গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়।
রাধা রমণ হরি, মুকুন্দ জয় জয়।।
জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে।
রাধে রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ জয় জয়।।

✿

প্রেমের ঠাকুর মৌনীবাবা সচ্চিদানন্দ নাথ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম জয় জগন্নাথ।।

✿

রাধা গোবিন্দ গোপীনাথ লক্ষ্মীনারায়ণ।
শিবগুরু মৌনীবাবা পতিত পাবন।।

✿

গুরু কৃপাহী কেবলম্
গুরু পূজনম্ গুরু ভজনম্
গুরুর নাম স্মরণম্।।

কীর্ত্তন

জয় রাধে গোবিন্দ নাম বদন ভরে বলরে।
প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি বলে ডাকরে।।

বোবার মুখে ফুটে ভাষা
নামে হরে ক্ষুৎ পিপাসা,
নামের গুনে জন্ম অন্ধ
নয়ন মেলে চায় রে।।
(জয় রাধে----বলরে)

বিষয়ে মন রইলে ভুলে
কূল পাবে না অশ্রু জলে,
ধন্য কর মানব জনম
দিন তো চলে যায়রে।।
(জয় রাধে----বলরে)

হাস কাঁদ হরি নামে
নাম করে যাও ব্রজ ধামে,
তারক ব্রহ্ম ঐ হরি নাম
নারদ বীণায় গান করে।।
(জয় রাধে----বলরে)

গুরু ভজন

জয় গুরু সচ্চিদানন্দ নাথ
পরম পুরুষ জয় জগন্নাথ ।।

মায়াবদ্ধ কলি জীবের মুক্তিদাতা
পতিত পাবন ভব ভয় ত্রাতা,
অহেতুক কৃপাসিন্ধু আর্ত্ত দীনবন্ধু
প্রেম কল্পতরু শ্রী গুরু নাথ ।। (পরমপুরুষ----)

ব্রহ্ম বেত্ত্বা যোগেশ্বর মহা মহেশ্বর
মৌনীবাবা লীলাময় প্রাণের ঈশ্বর,
গোপনে ভুবনে আসি, বাজায়ে ব্রজের বাঁশি
ভক্তের জীবন ধন্য করিলে হে নাথ ।। (,,)

✿

ওগো জীবন দেবতা, গুরু পরম দেবতা।
জ্বালিয়েছ যবে আশার আলো
নিভিতে দিও না ।।

অজ্ঞান তিমিরে ক্ষীণ আলো রেখা
উঠিবে কি জ্বলে দীপ্ত দীপ শিখা,
মনের আকাশে কালো মেঘ ছায়ে
জাগে প্রাণে বেদনা ।। (ওগো জীবন দেবতা)

তুমি ধর যারে উদ্ধার তাহারে
ভয় নাহি তার জগত মাঝারে,
সত্য যদি মানি মহাজন বাণী
কর মোরে করুণা ।। (,,)

গুরুপ্রণাম

সদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ হে ভগবান
চরণ সরোজে তব করি গো প্রণাম ।।

আঁধার হৃদয়ে মোর জ্বেলে জ্ঞান দীপ
জাগালে পূরব স্মৃতি গৌর নবদ্বীপ,
মানস যমুনা তীরে ভ্রমি বন উপবনে
কবে পাব বৃন্দাবন শ্রীরাধিকা শ্যাম ।। (চরণ---প্রণাম)

পরম পুরুষ গুরু ব্রহ্ম সনাতন
চরণ আশ্রয়ে মোর শান্তি নিকেতন,
চাহি না যশের মালা, জুড়াও প্রাণের জ্বালা
জাগ চিত্তে স্বরূপেতে তারক ব্রহ্মনাম ।।(চরণ---প্রণাম)

✿

আরতি

শিবগুরু মৌনীবাবার আরতি বলি ।
সুমধুর ধ্বনি বাজে খোল করতালি ।।

শঙ্খ কাঁসর ঘন্টা নাম সংকীর্ত্তনে ।
নাচে গায় প্রেমানন্দে ভকত গনে ।।

সুখাসনে দিব্য মূর্ত্তি গলে দোলে মালা ।
অধরে মধুর হাসি বদন উজ্জ্বলা ।।

গুরু প্রিয়া গুরু দাসী যত সহচরী ।
প্রেমানন্দে ভাসে প্রভুর আরতি হেরি ।।

শ্রী গুরু পদে আশ করে গুরুদাসে ।
ধন্য মানে জগদ্‌গুরুর মহিমা প্রকাশে ।।

গুরুদেবের প্রিয় গান -

শ্রী তুলসী আরতি

নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী।
রাধা কৃষ্ণ সেবা পাব এই অভিলাষী।।

যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবন বাসী।।

এই নিবেদন ধর সখীর অনুজ্ঞা কর।
সেবা অধিকার দিয়ে কর নিজদাসী।।

এই মনে অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বাস।
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপ রাশি।।

দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়।
শ্রী রাধা গোবিন্দ গুণে প্রেমানন্দে ভাসি।।

✿

শ্রী নাম কীর্ত্তন -

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

হর্রে নাম হর্রে নাম হর্রেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।
হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

শান্তিপাঠ -

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি হরিরোম তৎসৎ।।

জয়ধ্বনি -

পরম প্রেমময় সদ্‌গুরু শ্রী শ্রী মৌনীবাবা
কী জয়।।
শ্রী শ্রী আনন্দময় মৌনীবাবা মিশন কী জয়।।

গীতা পাঠ করা কিংবা শ্রবণ করা অনেকের পক্ষেই রোজ সম্ভবপর হয় না। নিম্নলিখিত কয়েকটা শ্লোক উপাসনার সঙ্গে যুক্ত করা হইল। কয়েকদিন চেষ্টা করিলে নিত্য উপাসনার অঙ্গ হিসাবে আনন্দদায়ক ও পরম মঙ্গলম হইবে।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ণ্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।। ৬১/১৮ অঃ

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।। ৬২

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈস্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।। ৬৫

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। ৬৬/

গীতা মাহাত্ম্য

গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃনু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ।। ৪৮

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবর্ল্লিব্রহ্ম বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী।। ৪৯

অর্ধমাত্রা চিতা নন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জরী।। ৫০

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্।। ৫১

প্রণাম -

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে।।

ওঁ তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী।
বৃষভানু সুতে দেবী ত্বং নমামি হরি প্রিয়ে।।

ওঁ নমস্তুভ্যং বিরুপাক্ষ নমস্তে দিব্য চক্ষুষে।
নমঃ পিনাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ।।

ওঁ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়নী নমস্তুতে।।

ওঁ অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

বিঃ দ্রঃ -

১) সংক্ষেপে উপাসনা কীর্ত্তন এখানেই শেষ হইল।
২) অনেক গুরুভজন, কীর্ত্তন, ভক্তিমূলক ও বিভিন্ন ভজন দেওয়া হইল। লুটের গান ও দেওয়া হইল।
৩) গুরুদাস রচিত গানগুলি গুরুদেবের খুব ভাল লাগিত এবং তিনি নাম দিয়াছিলেন **"মধুর সঙ্গীত"**। এই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন।
৪) সদ্গুরু কৃপা প্রাপ্ত গুরুদাস রচিত মধুর সঙ্গীত গানে ও শ্রবণে ভক্তপ্রাণে আনন্দ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক এই প্রার্থনা করি।

গুরুভজন -

১) জয় গুরু গোবিন্দ প্রেমময় সচ্চিদানন্দ।
মৌনীবাবা প্রাণেশ্বর ত্রিলোকের নাথ।।

শঙ্কর গৌরাঙ্গ ভাব ছদ্মবেশে আর্বিভাব।
নর দেহে নারায়ন সচ্চিদানন্দ নাথ।।

ব্রজের মাধুরী ঢেলে ভক্তের হৃদয়
করিলে সরস গুরু কৃষ্ণ প্রেমময়।

পতিত পাবন গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু
অহেতুক কৃপাসিন্ধু জয় প্রাণনাথ।।

✿

২) গাওরে অমৃত নাম
মৌনীবাবা মহানাম,
শিবগুরু সচ্চিদানন্দ
তারক ব্রহ্ম নাম।।

যুগ ধর্ম মানবতা
সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা,
কলির কলূষ নাশন
চিদানন্দ ধাম।।

তুমি আগে হও সৎ
সহজ পরমার্থ পথ,
থাক্ না বিশ্ব ব্যাপী
হাজার ধর্ম মত।

জাগিলে বৈরাগ্য বিবেক
জানিবে ধর্ম এক,
গুরু ব্রহ্ম পদাশ্রয়ে
পূরে মনস্কাম।।

৩) ভুল নারে ভাই শিবগুরু মৌনীবাবা
যাঁর তুলনা নাই।
যুগ মানসে শান্তিদাতা
অন্তিমেতে দিতে ঠাঁই।।

শয়নে স্বপনে নিত্য, ভাবছ যারে সার
বন্দী হয়ে রইবে ভবে, মিলবে নারে পার।
(ও ভাই মিলবে নারে পার)

কালাগ্নিতে সোনার সংসার
রইবে নারে হবে ছাই।।

গুরু কল্পতরু মূলে, শান্তি পারাবার
নাম ভেলা যাওরে বেয়ে, গুরু চিন্ত সার।
(ও ভাই গুরু চিন্ত সার)

চাই সততা ভক্তি বিশ্বাস
গুরুর মত বন্ধু নাই।।

✿

৪) চিদাকাশে পূর্ণ চন্দ্র
সদ্‌গুরু শ্রী রমেশচন্দ্র,
উদিলে নাশিবে আঁধার
এস ভব কর্ণধার।।

সংসারের মায়াজালে
যাই যদি গো তোমা ভুলে,
জাগায়ে রাখিও প্রভু
দুঃখী এ দাসে তোমার।।

হৃদিপদ্ম সিংহাসনে,
শ্রীমূরতি অনুধ্যানে,
ভুলিতে দিও গো জ্বালা
মিনতি শ্রীপদে আমার।।

৫) ভজরে অমৃত নাম
গুরু মৌনীবাবার নাম,
মঙ্গলদায়ক মহানাম
জয়তু সচ্চিদানন্দ জয় জগন্নাথ।।

হঠরাজ যোগেশ্বর তপস্বীপ্রবর
কালীতারা সিদ্ধ মহাশক্তিধর,
প্রেম ভক্তি সিন্ধু আর্ত্ত দীনবন্ধু
লোকগুরু সচ্চিদানন্দ নাথ।।

অধরে মধুর হাসি
ঘুচায় দুঃখ রাশি
অহেতুক কৃপা জীবে
ভালবাসি।।

স্বরূপে মহেশ্বর যুগ ধর্ম রক্ষক
পরমার্থ সাধকে পথ প্রদর্শক,
স্মরণে কীর্তনে নাম পূরে মনস্কাম
মৌনীবাবা ত্রিলোকের নাথ।।

✿

৬) সচ্চিদানন্দ নাথ যোগীন্দ্র
মৌনীবাবা মহানাম,
বদ্ধ জীবের মুক্তিদাতা
প্রেম ভক্তি রস ধাম।।

যোগতন্ত্র ভক্তি সাধন
পরম তত্ত্ব গুরু ভজন,
লাভ করিয়া কত জীবন
বাবার কৃপায় সিদ্ধকাম।।

যে গৃহে স্থাপিত আসন
শিব স্বরূপে পূজা অর্চন,
বিরাজে আনন্দ নিত্য
সুখ সমৃদ্ধি অতুলন।

দীনবন্ধু দুঃখ হরণ
কৃপাসিন্ধু পতিত পাবন,
শ্রীপাদপদ্মে নিলে শরণ
পূর্ণ হবে মনস্কাম।।

✿

৭) তোমার ধন্য হবে মানব জনম
গাওরে বাবার নাম,
মৌনীবাবা সচ্চিদানন্দ
তারক ব্রহ্মনাম।।

জানিস্ নারে বাবার দয়া
জীবের দুঃখে ধরে কায়া,
নিত্য লীলাময় হরি
নিত্যানন্দ রস ধাম।।

এমন ভুল আর করিস্ না মন
বিপদে বাবার স্মরণ সুখে বিস্মরণ।

এল যবে নামের জোয়ার
খুলে দে মনের দোয়ার,
চাই আনন্দ চাই প্রেম
বাবার নামে পূর্ণকাম।।

৮) বড় সাধ জেগেছে প্রাণে
হেরি তোমায় নয়ন ভরে,
করি তোমার পদসেবা
গুরুদাসের অধিকারে ।।

স্থূল সূক্ষ্য সমান তালে
চলছে লীলা ভূমন্ডলে,
ইচ্ছায় কিনা করতে পার
আছ সর্ব্ব শক্তি ধরে ।।

হলেই বা চোখের আড়াল
রচিয়া এ মায়া জাল,
ভক্তের বিরহ জ্বালা
সহিবে আর কতকাল ।

অন্তরে সুখ পরমানন্দ
গুরু আমার সচ্চিদানন্দ,
গুরুদাসের আপন বলতে
আর কে আছে সংসারে ।।

✿

৯) সুন্দর তুমি মহান তোমার
তুলনা নাহিক আর,
সর্ব্বশক্তিমান জগতের প্রাণ
বেদ শাস্ত্রে তুমি সার ।।

অগ্নি জল ভূমি সকলেতে তুমি
সর্ব্বাত্মা রূপেতে তুমি অন্তর্য্যামী,
বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান জীবে কর দান
অপার মহিমা প্রভু তোমার ।।

জগতের গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু
সিক্ত করি বক্ষ তপ্ত সম মরু
প্রেম ভক্তি ডোরে বাঁধিয়া জীবেরে
করিছ দয়াল ভব পার ।।

১০) নিঠুর হলে নামটি তোমার
দয়াল হত না,
অজ্ঞান বলে তোমার লীলা
বুঝতে গুরু পারি না।।

তোমার প্রেমে পাগল যারা
বিষয় বুদ্ধি জ্ঞান হারা,
দিবানিশি তাদের তরে
তোমার যত ভাবনা।।

শুনে তোমার গুণ গাঁথা
অন্তরে বাজিছে ব্যথা,
দয়াল নামে বাজুক আমার
জীবন বীণায় বন্দনা।।

✿

১১) গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি
কদাপি না মনে আন্,
বাঞ্ছা কল্প তরু ভবে
গুরু ভগবান।।

ইহ পরকালের সেতু
ভব সিন্ধু পারের হেতু,
গুরু রূপে দয়াল হরি
ভুল নারে মন অজ্ঞান।।

জানে যে জন গুরু তত্ত্ব
প্রকাশে তায় পরম সত্য,
প্রেম ভক্তি রস সুধা
দয়াল গুরু করে দান।।

১২) জপ মন জয় গুরু সদ্‌গুরু নাম
জয় গুরু নাম তারক ব্রহ্ম নাম
জয় গুরু নামে প্রাণারাম।।

জীবন মুক্তি হেতু গুরু ধর্ম্ম সেতু
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কৃষ্ণ রাম,
গুরু কামদেব গুরু দেব দেব
পরতত্ত্ব গুরু রস ধাম।।

ভক্তি প্রেমদাতা জীব জগৎ ত্রাতা
গুরু বন্ধু পরম নিষ্কাম,
ভক্ত হৃদে বাস চৈতন্য প্রকাশ
অজপা জপে অবিরাম।।

✿

১৩) লহরে আনন্দ মনে
গুরু মৌনীবাবার নাম,
জুড়াবেরে ত্রিতাপ জ্বালা
পূর্ণ হবে মনস্কাম।।

জান নারে বাবার লীলা
মানুষ ভেবে করলে হেলা,
একাধারে শিব শক্তি
প্রেম ভক্তি রাধে শ্যাম।।

যোগ তন্ত্র ভক্তি সাধন
জীবনে যার যে প্রয়োজন,
অপ্রকটে আছো ঠাকুর
করছে ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ।

শুনি নাই আর আগে এমন
এত সহজ যোগের সাধন,
জীবে যাঁর এত দয়া
শ্রীপদে কোটি প্রণাম।।

১৪) কে রেখেছে ঠাকুর তোমার
ভক্ত সখা নাম,
তুমি দয়াল বলে দীনবন্ধু
গুরু কৃষ্ণ রাম।।

লীলা কভু হয় না একা
তাই বলে চাই প্রাণ সখা,
সখ্য প্রেমের পরিণামে
মধুর রসে পূর্ণকাম।।

তোমাতে যার জাগে যে ভাব
সেও তোমার কৃপার প্রভাব,
পঞ্চ ভাবের আস্বাদনে
ভক্তের পূরে মনস্কাম।।

যুগে যুগে ভক্ত পার্ষদ
লাভ করিয়া ভক্তি সম্পদ,
প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে
দেহান্তে পায় নিত্যধাম।

১৫) জয় গুরু শ্রীগুরু প্রেম কল্পতরু
অবধূত ভুবনে প্রকাশ।
সদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ নররূপে শ্রীগোবিন্দ
পূরাইতে ভক্ত অভিলাষ।।

মোরা অজ্ঞ হীনমতি দাও গুরু পদে রতি
হৃদয় আসনে কর বাস।
জন্মার্জিত তমঃরাশি নিজ গুণে কর আসি
ভক্তি প্রদীপ জ্বালি নাশ।।

যুগল ভজন ধন করি গেলে বিতরণ
না শুনিল চঞ্চল মন।
এবে অশ্রু বরিষণে কাঁদে প্রাণ রাত্রি দিনে
যাবে বুঝি বিফলে জীবন।।

বুঝি মোর কর্ম মন্দ ভক্তির দোয়ার বন্ধ
কেমনে পৌঁছব তব ঠাঁই।
শ্রীগুরু পতিত পাবন সর্ব কলুষ নাশন
ইহাতে ভরসা যেন পাই।।

ব্রজ নবদ্বীপ লীলা প্রকাশিলে অন্ত বেলা
আকূল করিয়া ভক্ত প্রাণ।
শ্রীনাম সংকীর্তনে প্রেমভক্তি বিতরণে
জাগাইলে হৃদয় পাষাণ।।

কবে বৃন্দাবনে যাব রাধা কৃষ্ণ সেবা পাব
গুরু পাদ পদ্ম করি সার।
ভাসায়েছি দেহতরী শ্রীগুরু কান্ডারী
গুরুদাসে কর ভব পার।।

✿

১৬) সর্ব্বমঙ্গলা সুত প্রেমময় অবধূত
ভকত বৎসল ভয় হারে।
অখন্ড সচ্চিদানন্দ অবতীর্ণ রমেশচন্দ্র
প্রেমদাতা জগত মাঝারে।।

মানদা সুন্দরী পতি সর্ব্ব জীবের গতি
শ্রীভূমের নয়া গ্রাম আলো করে।
প্রেমের ঠাকুর এলে আনন্দ উথলে
পিতা রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সংসারে।।

দক্ষিনেশ্বরের সিদ্ধবাবা লোকগুরু মৌনীবাবা
সহাস্য বদনে ডাকে আয়রে।
ঘুচিবে ভবের ক্ষুধা নিলে নাম প্রেম সুধা
যে নামেতে পাতকী উদ্ধারে।।

এ ঘোর দুর্দ্দিনে ভবে শান্তি খুঁজিছে সবে
কলুষিত ধরা পাপ ভারে।
পাপ তাপ মুছে দিতে শান্তিদাতা ধরণীতে
এমন সুহৃদ্ আর নাইরে।।

প্রেমের ভিখারী হরি চায় না অর্থ টাকা কড়ি
নামামৃত জীবেরে বিলায় রে।
গাও তাঁর জয় গান সরস হইবে প্রাণ
জগদ্‌গুরু ভুবনে প্রকাশ রে।।

✿

১৭) দক্ষিনেশ্বরের মৌনীবাবা
সচ্চিদানন্দ নাথ,
রমেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী
সদ্‌গুরু জগন্নাথ।।

সর্ব ধর্ম পরিজ্ঞাতা
কলি জীবের পরিত্রাতা,
ধরা ধামে অবতীর্ণ
পার্ষদ ভক্ত সাথ।।

তন্ত্র যোগ প্রেম ভক্তি
ভক্তে করি দান,
পচাঁন্নবই বয়ঃক্রমে
যোগে মহাপ্রয়াণ।।

অপ্রকটে চলছে খেলা
ভুবনে চৈতন্য লীলা,
হিন্দু মুসলিম শিখ ঈশাই
বাবার প্রেমে মাৎ।।

বিশ্বশান্তি ব্রহ্ম যজ্ঞ
প্রকটে শেষ লীলা
কৃপা পেয়ে হাজার মানুষ
ভুলে প্রাণের জ্বালা।

সহজ মানুষ মৌনীবাবা
মহিমা যাঁর যায় না ভাবা,
কেউ ভাবে শিব রাম কৃষ্ণ
গুরুদাসের প্রাণনাথ।।

মনের খবর জান বলে
১৮) নামটি তোমার অন্তর্যামী,
দীন শরণ পতিত পাবন
ত্রিজগতের স্বামী।।

জীবন কাটাই সুখে দুঃখে
কত যে বেদনা বুকে,
জানাই তোমায় প্রাণের ভাষায়
শুনিতে কি পাও তুমি।।

গুরু মুখে পেয়ে আশ্বাস
শত দুঃখে মনে উল্লাস,
ব্রজ গোপীর ভাব সাগরে
ডুবতে যেন পারি আমি।।

গুরু তোমার স্থূল পরিচয়
সর্ব জীবের পরমাশ্রয়,
যদি আমায় কর দয়া
হোক্ হৃদয় ব্রজ ভূমি।।

✿

১৯) গুরু দয়াময় গুরু প্রেমময়
গুরু গোবিন্দ সাধনা,
গুরু ব্রহ্মময় গুরু সর্বময়
গুরু পরম গতি ভুলো না।।

গুরু মন্ত্ররাজ গুরু কবিরাজ
গুরু সর্বেশ্বর গুরু মহারাজ,
গুরু আদি মূল পরম নির্ভুল
গুরু বিনে অন্য ভেবো না।।

গুরু কর্ণধার ভব পারাবার
জীবনে মরণে গুরু কৃপা সার,
করো না বিচার মন দুরাচার
গুরু পাদপদ্ম ভজ না।।

২০) রবে চিরকাল আনন্দ অপার
গুরুপদ মন কর সার,
গুরু প্রেম ধন, সত্য সনাতন
গুরু ভবার্ণবে কর্ণধার ।।

সাক্ষাতে সজীব গুরু ব্রহ্মা শিব
অবজ্ঞা কদাচ করিও না জীব,
দুর্দিনে বাঁচাতে ভয়ে ডাক যাঁরে
গুরু যে সত্য স্বরূপ তাঁর ।।

যদি হয় জ্ঞান আছে ভগবান
করিবে তোমারে নরক হতে ত্রাণ,
আসিবে তখনো গুরুরূপ ধরি
উদ্ধারিতে নাশি অজ্ঞানাধাঁর ।।

☆☆

২১) গুরু ভজরে ও মন গুরু ভজরে,
গুরু বিনে নাইরে গতি অকূল সাগরে ।।

গুরু কর্ম গুরু ধর্ম গুরু নিত্য সত্যব্রহ্ম ।
গুরু আলো গুরু ভালো গুরু আদি মূল রে ।।

গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু ভক্তি প্রেমদাতা ।
গুরু সতী নিষ্ঠারতি গুরু সবার প্রাণ রে ।।

গুরু বন্ধু কৃপাসিন্ধু অজ্ঞান আঁধারে ইন্দু ।
জীবনে মরণে গুরু ভাব নিত্য সার রে ।।

☆☆☆

২২) বল জয় গুরু জপ জয় গুরু
জয় গুরু মহানাম,
ভাব জয় গুরু গাও জয় গুরু
মধুর অমৃত নাম।।
সদা মুখে যার জয় গুরু নাম
করহ তাহারে ভকতি প্রণাম,
জয় গুরু নামে পাপ তাপ হরে
জয় গুরু প্রাণারাম।।
অনিত্য সংসারে গুরু নাম সার
ঘটে ঐ নামে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার,
হস্তে বরাভয় গুরু দয়াময়
স্বরূপে শ্রী রাধে শ্যাম।।
গুরু জগদ্ধাম গুরু পরম ধাম
সর্ব দেবময় গুরুতে বিশ্রাম,
ছাড়ি অন্য কাম ভজ গুরু নাম
পূর্ণ হবে মনস্কাম।।

*

২৩) হরি বল কৃষ্ণ বল
কর কঠোর সাধনা,
গুরু কৃপা না হলে ভাই
হরি মিলে না।।

হরি অবতীর্ণ যবে
গুরু করণ করে ভবে,
জপে হরিনাম মালা
করে গুরু বন্দনা।।

গুরুর আছে তিনটি আঁখি
ঠেকবে তাঁরে দিলে ফাঁকি,
গুরুতে মন মজলে হবে
এ জীবন পরম সুখী।।

গুরু কৃষ্ণ অভেদ জ্ঞানে
ভজ গুরু মনে প্রাণে
গুরু পূজা গুরু সেবা
শ্রেষ্ঠতম সাধনা।।

২৪) হৃদয় মন্দিরে এস প্রেমের ঠাকুর
গোপী মন চোর,
তোমায় পেলে থাকব সুখে
প্রেমেতে বিভোর।।

হৃদয় রাজ্যে তুমি রাজা
মন ফুলে করব পূজা,
বাজবে হৃদয় বীণার তারে
পূজার গানের সুর।।

অন্তর্দৃষ্টি দাও গো মোরে
হেরী তোমায় নয়ন ভরে,
জ্ঞান সূর্যের উদয়ে মোর
অমানিশি হবে ভোর।।

✿

২৫) ধর্মের নৌকা ডুববে নারে
হোক্ না কঠিন কলিকাল,
মন পবনে দে না তুলে
শুদ্ধ স্বত্ত্ব পাল।

কাল মেঘে ভয় করে ভাই
বিবেক বুদ্ধি যাহার নাই,
ধরে আছে সদ্‌গুরু হাল
ভক্তে দিতে ঠাঁই।

ঝড়ের ভয় না থাকলে ভবে
সাবধান কে হত কবে,
নাম মাহাত্ম্য পরমার্থ
থাকত্ গোপন চিরকাল।।

২৬) দেহ তরী দিলাম ভাসাইয়া
বন্ধু অকূল দরিয়ায়,
সঁপে দিয়ে ভবের জঞ্জাল
দয়াল গুরুর পায়।।

জলে কুমীরের উৎপাত
স্থলে বজ্রপা[illegible],
পথে আরো অনেক বাধা
তস্করের আড্ডায়।।

ভবের হাটে আসা যাওয়া
যদিও ভাই একা,
অন্তিম কালে সঙ্গী মিলে
গুরু দিলে দেখা।।

শ্রী গুরু বৈষ্ণবের ধূলি
নিলাম শিরে তুলি,
কৃষ্ণ নামের তরী পারে লাগে
দয়াল গুরুর ইশারায়।।

☆

২৭) ভাবছ কেন মন না বুঝে অকারণ
পূর্ণ হবে তোমার বাসনা,
যে ভাবে যখন হয়ে সচেতন
ইষ্ট নাম নিতে কভু ভুলো না।।

হইও না ব্যস্ত ওরে গৃহস্থ
সংসার ছেড়ে কিছুই হবে না,
সংসারে থাকিয়া কর্ত্তব্য করিয়া
তরে গেল কত জান না।।

ধর্ম পথের যাত্রী ভাব দিবা রাত্রি
কৃপা বিনে কিছুই হবে না,
ভক্তি করিয়া হৃদয়ে স্থাপিয়া
কর শ্রীগুরু পদ বন্দনা।।

২৮) এ ভব বন্ধন হবে রে খন্ডন
লও শ্রীকৃষ্ণের নাম রে,
যে নাম স্মরণে জীবনে মরণে
আনন্দধারা বহে রে।।

সংসার সলিলে ডুবিয়া রহিলে
মুক্তির সন্ধান কে দিবে রে,
যুগ যুগ ধরিয়া এ নাম লইয়া
মুক্ত হয়ে কত গেল রে।।

ইহকাল পরকাল ভাবরে একবার
দিন ফুরায়ে যায় রে,
ভুলিয়া আরাম অন্য মনস্কাম
জপ গুরু কৃষ্ণের নামরে।।

☆

কীর্ত্তন

২৯) প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি বল ভাই।
হরি নাম বিনে কলি জীবের অন্য উপায় নাই।।

গৌর নিতাই এমন দয়াল, বাজাইয়া খোল করতাল
প্রচার করলেন ঐ হরি নাম, যার তুলনা ভবে নাই।।

যারাই নামের স্বাদ পাইল, তরাইয়া তারাই গেল।
নাম সাগরে ডুবে দেখ, উচ্চ নীচের বিচার নাই।।

যখন যে ভাবে থাক,হৃদয় খুলিয়া ডাক।
হরি নামের তরী বেয়ে, পার হবে ভাই ভয় নাই।।

✿

৩০) এস আমার সংকীর্ত্তনে
নিত্যানন্দ গৌর যায়,
সঙ্গে লয়ে ভক্ত পার্ষদ
হৃদয় পদ্ম নদীয়ায় ।।

বাজাও যন্ত্র আপন হাতে
নাম মন্ত্র হৃদয়েতে,
নাচ যেমন নেচেছিলে
শ্রীবাসের আঙ্গীনায় ।।

এস গুরু গৌর নিতাই
কাতরে মিনতি জানাই,
নাম তরঙ্গে ভাসাও দীনে
প্রেম ভক্তি যমুনায় ।।

✿

৩১) এমন মধু মাখা হরি নাম
নিতে ভুলো না,
ও মন ভব নদী পারে যেতে
থাকে যদি বাসনা ।।

জপিলে এ নাম মালা
জুড়াবেরে ত্রিতাপ জ্বালা,
নাম সাধনে যায় রে জানা
নাম নামী একজনা ।।

নাম দিয়ে ভাই গৌর নিতাই
উদ্ধারিল জগাই মাধাই,
তেমনি কত পাপী উদ্ধারিল
নামের গুণে জান না ।।

মিছে মায়ায় রইলে ভুলে
দিন যায়রে তোর অবহেলে,
এবার প্রেমানন্দে বাহু তুলে
বল্ হরি বোল রসনা ।।

৩২) মধুমাখা হরি নামের, নাইরে ভবে তুলনা।
সময় থাকতে হরি হরি, বলরে রসনা।।

দয়াল গৌর নিত্যানন্দ, হরি নামে সদানন্দ।
মুক্তি করে বদ্ধ জীবে, দিল নামের সাধনা।।

নামে সদা রাখ মতি, শ্রীহরি অগতির গতি।
মায়ার বাঁধন রইবে নারে, অপার প্রভুর করুণা।।

✿

৩৩) ভুল না মন ভবের খেলায়
দিন মণি অস্ত যায়।
ছাড়রে বিষয় বাসনা
ঠেকবেরে মন শেষ বেলায়।।

অর্থ বিত্ত দালান বাড়ী
প্রিয় জনে ভবে ছাড়ি,
পরকালের যাত্রী তোমায়
নিতে হবে শেষ বিদায়।।

কলি জীবের পারের কড়ি
বলরে মন হরি হরি,
নাম বিনে আর নাইরে গতি
নাম কর সার এই বেলায়।।

৩৪) হরি নাম কর সার মনরে আমার
দিন যে চলে যায়,
বিষয়ে মন রইলে ভুলে
কোন সুখের আশায়।।

যতই কর আমার আমার
কেউ নাইরে ভবে আপনার,
মিছে মায়ায় আর ভুল না
ভাব(ভব)পারের উপায়।।

নাম সাগরের শীতল জলে
ডুবরে মন হরি বলে,
রবে নারে ভব জ্বালা
হরি নামের কৃপায়।।

✿

৩৫) নমো নমো গুরু ব্রহ্ম সনাতন।
সদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ পতিত পাবন।।

নমো ভক্ত প্রাণপতি রাধিকা রমণ।
গোপাল গোবিন্দ হরি লক্ষ্মী নারায়ণ।।

নমো শ্রীরাধা গোবিন্দ নমো শ্রীচৈতন্য।
শ্রী অদ্বৈত নিত্যানন্দ বৈষ্ণব ভক্তগণ।।

ভক্ত সঙ্গে সংকীর্তনে প্রেম ভক্তি ধন।
গুরুদাস মাগে সেবা যুগল চরণ।।

৩৬) লহরে আনন্দমনে, জয় গুরু সদ্‌গুরু নাম।
জুড়াবেরে ত্রিতাপ জ্বালা, পূর্ণ হবে মনস্কাম।।

গুরু পিতা গুরু মাতা, গুরু বন্ধু জ্ঞান দাতা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের আদি, ত্রিজগতে গুরু নাম।।

জীবেরে শিখাতে ধর্ম, নরাকারে গুরু ব্রহ্ম।
বদ্ধ জীবের মুক্তিদাতা, গুরু তারক ব্রহ্ম নাম।।

সব ছাড়িয়া ভজ গুরু, প্রেম বাঞ্ছা কল্পতরু।
সর্ব দেবময় গুরু, নিত্য বৃন্দাবন ধাম।।

যার ভাগ্যে হয় গুরু কৃপা, করে শ্রবণ নাম অজপা।
প্রেম ভক্তি রসে মজি, দেহান্তে পায় নিত্যধাম।।

✿

৩৭) চাও যদি মন ভব পার, গুরু কর সার।
গুরুর মত এমন দয়াল, ভবের হাটে নাইরে আর।।

লক্ষ্য জন্মের পূণ্যফলে, সদ্‌গুরু লাভ ধরা তলে।
যাঁর কৃপাতে ধন্য জনম, ভজরে চরণ তাঁর।।

গুরু জ্ঞান গুরু ধ্যান, গুরুতে সঁপিয়া পরাণ।
গুরু নামে দাওরে পাড়ি, গুরুর হাতে পারের ভার।।

সদা চিন্ত গুরু নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম।
জুড়াবেরে ত্রিতাপ জ্বালা, রবে না অজ্ঞানাঁধার।।

শিববন্দনা

৩৮) জয় শিব শঙ্কর মহাদেব।
প্রণমি তোমায় দেবাদিদেব।।
অনাদি তোমার নাই আদি অন্ত
তব ধ্যানে রত যোগী সাধু সন্ত,
জগদীশ্বর - ভোলানাথ
চরণে করি প্রণতিপাত।।

হস্তে কমন্ডলু শিরে জটা
চারিদিক শোভিত জ্যোতির ছটা,
হেরি তব শান্ত সৌম্য মূরতী
যোগীশ্বর পদে মম প্রণতি।।

✿

৩৯) নমামি শিব দেবাদিদেব
উমাশঙ্কর মহাযোগেশ্বর।
গুরু জগৎপতি ত্রিলোকের গতি
ডম্বরু ত্রিশূল ধারী ভোলা মহেশ্বর।।

ভস্মে গাত্র বিলেপন
নিত্য তৃপ্ত আনমন,
সমাধি মগন ত্রিলোচন।
আদ্যাশক্তি মহা সতী
অর্দ্ধাঙ্গিনী পার্ব্বতী,
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশন
ব্রহ্ম পরাৎপর।।

যোগী ঋষি ভক্তগণ
কৃপা মাগে অনুক্ষণ,
দেব করে চরণ বন্দন।
নিত্য শুদ্ধ নির্ব্বিকার
সগুণ নির্গুণাকার,
লীলাময় জগদীশ
ভবানী শঙ্কর।।
লীলাময় জগদীশ
ভবানী শঙ্কর।।

৪০) প্রণাম তোমায় ভোলানাথ।
পরম গুরু আদিনাথ হে বিশ্বনাথ।।

হে শিব শম্ভু দীনদয়াল প্রভু
পার্ব্বতী প্রাণনাথ যোগী মহেশ্বর,
কৈলাসপতি দেবদেব একাধারে ত্রিদেব
ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ প্রবর।।

নরলোকে জগদ্‌গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু
শিব সচ্চিদানন্দ নাথ।
দেহপুরে ত্রিপুরারী গ্রন্থী ভেদনকারী
প্রেমময় সদাশিব ত্রিলোকের নাথ।।

✿

শক্তিবন্দনা

৪১) কুল কুন্ডলিনী কালী
জাগ হৃদয়ে মা,
বিপদ তারিণী মাতঃ
নমি শ্রীচরণে।।

কালী নামে শুভ সদা
দূরে যাবে ভব ক্ষুধা,
জন্মান্তরের পাপ হরে
তব নাম স্মরণে।।

ও মা মহাশক্তি মহাকালী
যে পথে মা চলি আমি,
দূর করে দে পথের বাধা
কৃপা করি সন্তানে।।

৪২) দীনে দয়া কর মাগো
দয়াময়ী শঙ্করী।
পতিত পাবনী শ্যামা
তুমি মা ভুবনেশ্বরী।।

দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
ভব ভয় হারিনী,
মঙ্গলদায়িনী তুমি
ত্রিভুবন পালিনী।।

কে বলে মা তুই পাষাণী
জগতমাতা বলে জানি,
অকিঞ্চনের এই মিনতি
কৃপা কর মহেশ্বরী।।

৪৩) রাখিস্ নে মা তোর সন্তানে
এ জনমে কাঙ্গাল করে,
ব্রহ্মময়ীর কৃপা পেয়ে কত
পাপী তাপী গেল তরে।।

মায়াজাল সৃষ্টি করে
রেখেছিস্ মোরে কারাগারে,
ও মা মন দুঃখে শুধাই তোরে
একবার ভাবিস্ কি মা আমার তরে।।

আসিয়া মা এ সংসারে
সুখের প্রলোভনে পড়ে,
ভুলে আছি মা তোমারে
তাইতো দুঃখে আঁখি ঝরে।।

ও মা মহেশ্বরী মহা কালী
দিও না মা পায়ে ঠেলি,
শীতল করে দে মা পরাণ
প্রেম ভক্তি রস নীরে।।

৪৪) জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
অচিন্ত মহিমা তব হে জগদীশ্বরী
কেমনে গাহিব জয় গান হে মা জননী।।
(জয় দুর্গে.....)

অসূর বিনাশিনী ত্রিভুবন পালিনী
বিপদ তারিনী শিবে মঙ্গলদায়িনী।
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী
আদ্যাশক্তি মহামায়া পরমার্থ দায়িনী।।
(জয় দুর্গে.....)

✿

৪৫) কর মন মায়ের পূজা
নিভৃতে হৃদয় মন্দিরে,
আপন ভাবের উপচারে
মনোময় প্রতিমা গড়ে।।

আদ্যাশক্তি তোমার মাঝে
বন্দনা হৃদ্‌যন্ত্রে বাজে,
ভক্তি প্রদীপ জ্বেলে দেখ
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ প্রাণভরে।।

স্বরূপে মা ব্রহ্মময়ী-
লীলাতে রূপ গুণময়ী,
মায়ের মত দয়াময়ী
কে আছে এ সংসারে।।

মা যে পাগল তোমায় খুঁজে
তুমি আছ রঙ্গে মজে,
তাই তো এল গুরুরূপে
নিয়ে যেতে নিজ ঘরে।।

৪৬) কেন মাগো মন্দিরে
এস হৃদয়ে মা,
মহাশক্তি জগনমাতা
কর না মা ছলনা।।

শাস্ত্র সাধু মুখে শুনি
আছ দেহে কুন্ডলিনী,
মায়াতে ভুলায়ে জীবে
এই কি তোমার করুণা।।

সন্তান কুকর্মে রত
মিথ্যাচারে জর্জ্জরিত,
চলছে বেড়ে ভোগ পিপাসা
দেখাও মা সুপথের দিশা।

মা তুমি জাগিলে মুক্তি
জাগে শক্তি শ্রদ্ধা ভক্তি,
তোমারি দয়াতে জীবের
পূরে সর্ব কামনা।।

✿

৪৭) মাকে ডাক সরল মনে
সুখে দুঃখে ঘোর বিপাকে,
ডাক শুনিলে থাকতে নারে
শিশু যেমন মাকে ডাকে।।

ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়ে
সোনার আলো ঝল্‌মলিয়ে,
অজ্ঞানে দেয় পথের দিশা
মুক্তি আনে বিষয় পাঁকে।।

মা চায় না পূজা আড়ম্বরে
খুশী হয় যে ভক্তি করে,
স্নেহময়ী মাতৃ মুর্ত্তি
স্মরণে যে সদা রাখে।।

৪৮) হে গোবিন্দ পরমানন্দ
নিরানন্দ কর না,
চরণে তোমার লইনু শরণ
আর কছু ভবে চাই না।।

কেমনে জানাব মন বেদনা
হৃদয়ের রাজা তোমারে জানি না,
লভিলে যাঁহার প্রেম করুণা
ভব যন্ত্রণা রবে না।।

তোমারি শোকে বিদারিত হিয়া
রাখহ পরানে দরশন দিয়া
মিনতি চরণে পূরাও বাসনা
কর না আর প্রভু ছলনা।।

৪৯) মম অন্তর মন্দিরে
জাগ গিরিধারী।।

মুরলীধারী কৃষ্ণ মুরারী
বাজাও প্রাণে মধুর বাঁশরী,
মিনতি চরণে গোলক বিহারী
আমি তব প্রেম ভিখারী।।

চরণতরী দিও মোরে হরি
অকূল সাগরে তুমি কান্ডারী,
শ্রীমধুসূদন ভব ভয় হারী
ঝরে মম আঁখি বারি।।

৫০) প্রেম করুণা ঘন শ্যাম
ভজরে মন।।
প্রেম ভিখারী হরি
শ্যামল গিরিধারী,
নিকুঞ্জ বিহারী গোপী
রাধিকা জীবন।।

আজিও মুরলী বাজে
মধু বৃন্দাবন মাঝে,
সুরে সুরে রাধা নামে
মোহে ত্রিভুবন।।

জপ মধুর কৃষ্ণ নাম
ছেড়ে অন্য মনস্কাম,
পতিত পাবন গুরু
দেবকী নন্দন।।

✿

৫১) রাখ চরণে দীনে, হে রাধে শ্যাম
হে রাধে শ্যাম, নব ধন শ্যাম।।

পতিত পাবন নাম
জয় রাধা জয় শ্যাম,
প্রেম কল্পতরু
জয় ব্রজধাম।।

গোপী জন বল্লভ শ্যাম মাধব
যোগী বৈষ্ণব ধন পরম বৈভব।

করুণা কিরণে নাশি
আঁধার কলুষ রাশি,
মন মন্দিরে জাগ
গুরু ব্রহ্ম নাম।।

৫২) হৃদয় মন্দিরে এস শ্যাম গিরিধারী
মোহন মুরলী ধারী গোলক বিহারী।।

সুন্দর কলেবর কৃষ্ণ কেশব
গোপীজন বল্লভ শ্রী রাধা মাধব,
নিত্য পরমানন্দ যুগল ভজন ধন
ভকত বৎসল হরি হৃদয় বিহারী।।

দুঃখ বিনাশন পতিত পাবন
সত্য সনাতন শ্রী মধুসূদন,
জগজন মঙ্গল ব্রজ কুল নন্দন
মুনিজন ভয়হারী বৈকুণ্ঠ বিহারী।।

✿

৫৩) এস শ্যাম সুন্দর গিরিধারী
হে গিরিধারী মুরলী ধারী।।

জনম জনম গেল আশা পথ চেয়ে
অশ্রু ঝরিল কত দুনয়ন বেয়ে।
দরশন লাগি তব ছেড়েছি ছাড়িব সব
এস প্রভু হৃদয় বিহারী।।

প্রেম করুণাসিন্ধু ভব ভয় ত্রাতা
নিত্য পরমানন্দ বরাভয় দাতা,
হৃদি মধু বৃন্দাবনে যুগল ভজন ধনে
ধন্য কর গুরুদাসে কৃষ্ণ মুরারী।।

✿✿

৫৪) জগ জন মঙ্গল শ্রী মধুসূদন
দুঃখ দারিদ্র বিনাশক হে।।

তুমি পিতা মাতা বিশ্ব নির্মাতা
ব্রহ্ম পরাৎপর সর্ব জ্ঞান দাতা,

প্রেম ভক্তি রসসিন্ধু দয়াল দীন বন্ধু
অখন্ড পরমানন্দ প্রাপক হে।।

রাস রাসেশ্বর পরম ঈশ্বর
ধর্মী ধর্ম তুমি পরম অক্ষর,

পতিতপাবন গুরু বাঞ্ছা কল্প তরু
পরম পুরুষার্থ দায়ক হে।।

✿

৫৫) সুন্দর মনোহর গিরিধারী লাল
যশোদা গোপাল শ্রীনন্দ দুলাল।।

গোপী মনোহারী কৃষ্ণ মুরারী
হৃদ্‌কমলে এস বামে লয়ে কিশোরী,
মধুর মুরলী করে ত্রিভঙ্গ সুঠাম ধরে
দাঁড়াও চোখের আগে ব্রজের রাখাল।।

শ্রী রাস মন্ডলে লীলা আর যত লীলা খেলা
না হেরিতে যায় বুঝি জীবনের বেলা,
কেমনে জানাব জ্বালা নিঠুর চিকন কালা
বাসনা পুরাও তোমায় ডাকি হে দয়াল।।

✿

৫৬) হৃদয় মন্দিরে জাগ
শ্রী রাধা গোবিন্দ।
বাসনা জীবনে মম
কৃষ্ণ প্রেমানন্দ।।

পূঁজিব চরণ যুগল
মন ফুল গন্ধে
বাজাব আরতি তব
প্রাণের ছন্দে।।

সুললিত মধু তানে
তব শুভ জয় গানে,
ঝরিবে করুণা ধারা
জীবনে আনন্দ।।

৫৭) কৃষ্ণ সুখে বিভোর হলে
থাকবে না মন ভাবনা,
ভব পারের মাঝি হরি
ভুলে যেয়ো না।।

তরী নিয়ে দয়াল হরি
গুরু রূপে অবতরী,
হাল ধরেছে নাম দিয়ে
ভবের কান্ডারী।

হয় যদি গুরুতে ভক্তি
কৃষ্ণ পদে হবে গতি,
গুরু কৃষ্ণ অভেদ জ্ঞানে
করো পদ বন্দনা।।

৫৮) মিনতি চরণে গিরিধারী
কৃষ্ণ মুরারী।।

রয়েছি পথ চেয়ে
যুগ যুগ ধরে,
আসিবে শ্রীরাধা লয়ে
হৃদয় মন্দিরে।

করিব যুগলে সেবা
হেরিব শ্রীরূপ শোভা,
কেন গো নিঠুর হলে
আমাতে শ্রীহরি।।

হয়তো করেছি ভুল
সংসারে মজিয়া,
নিত্য অনিত্যে ভেদ
কভু না জানিয়া।

পতিত পাবন গুরু
বাঞ্ছা কল্পতরু,
তুমি বিনে ভবার্ণবে
কে আছে কান্ডারী।।

✿

৫৯) হে কৃষ্ণ হে মাধব
তোমার থাক্ না শত নাম,
সবার প্রিয় ব্রজ গোপাল
বংশী ধারী শ্যাম।।

জন্মাষ্টমী তিথি এলে
ভক্ত প্রাণ হরষে দোলে,
দেখব বলে নব লীলা
পূরবে মনস্কাম।।

✿

কত জনম হল অন্ত
না ভজিয়া রাধাকান্ত,
গোপী প্রেমের ভজন রীতি
জানে প্রেমিক সন্ত।

শ্রী পাদপদ্মে নিলেম শরণ
কৃপা কর রাধা রমণ
হৃদি বৃন্দাবনে খেলো
শ্রী রাধিকা শ্যাম।।

✿

৬০) শ্যাম সুন্দর মোহন মুরলীধর
দেবকী নন্দন গিরিধারী।
যশোদা জীবন শ্রীরাধার প্রাণ ধন
মাধব কৃষ্ণ মুরারী।।
পলকে নেহারী রাধা প্যারী
প্রেম অনুরাগে আপনা পাসরী,
তন মন শ্রীপদে সঁপিয়া অবাদে
কৃষ্ণ সুখে সুখী রাই যাই বলিহারী।
হে চিত্ত চোর ভক্ত মনোহর
সদা শুভ তব কৃষ্ণ নাম,
নামে হরে পাপ তাপ দুঃখ অভিশাপ
মদন মোহন রস ধাম।
ভব পারের কান্ডারী তুমি গুরু হরি
গোবিন্দ পরমানন্দ গোলক বিহারী,
লয়ে রাধা বামে হৃদি ব্রজ ধামে
নিত্য বিরাজ রস রাসবিহারী।।

রাধাভজন

৬১) ওগো রাই বিনোদিনী রাই
চরণ কমলে দিও ঠাঁই।।

শ্যাম মাধব সনে
লীলা কর হৃদাসনে,
কৃষ্ণ প্রেম সুধা পানে
ধন্য হতে চাই।।

বিষয় সুখে দুঃখ বাড়ে
তবু ঘুরি তারই তরে,
যত দুঃখ তোমায় ভুলে
জন্ম জন্মান্তরে।।

জয় রাধে জয় রাধে বলে
নিলেম শরণ পদতলে,
দাও গো মোরে সে সুখ
তোমায় প্রাণের মাঝে পাই।।

✿

৬২) মধুর হতে সুমধুর ঐ
শ্রী রাধা নাম,
প্রেম অনুরাগে বাজায়
নব ঘন শ্যাম।।
শ্রী কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি
মূর্তিমতি প্রেম ভক্তি,
রাধা নামে ঝরে সুধা
নাম স্মরণে পূর্ণ কাম।।
প্রেমিক গুরুর প্রেম স্পর্শে
ঘুচিল অঁজ্ঞানাধার
ব্রজগোপীর ভাব সাগরে
ডুবল্ মন আমার।
দূর করিয়া পথের বাধা
জীবন কৃষ্ণ প্রাণ রাধা,
বিরাজ মোর হৃদয় কুঞ্জে
শ্রী যুগলে অবিরাম।।

৬৩) ওগো ধন্য তোরা, ব্রজ গোপী নারী।
তোদের হাতে পড়ল ধরা গোলক বিহারি।।

ওগো ধন্য তোর পেয়ে ব্রজেশ্বরী।
যাঁর প্রেমেতে চির বাঁধা শ্যাম গিরিধারী।।

ওগো তোদের প্রেম বুঝিতে নারি।
কৃপা করে বুঝিয়ে দে গো চরণ দুটি ধরি।।

ওগো তোদের নায়ের মাঝি স্বয়ং হরি।
বাঞ্ছা মোরে কর সাথী দিতে সাগর পাড়ি।।

৬৪) প্রভু, নূপুর করে রাখ মোরে
তোমার চরণে।
হব না আর চরণ ছাড়া
থাকব্ পদ সেবনে।।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
তব পদে শোভে তারা,
প্রকৃতি রঞ্জিত রঙ্গে
পদ শোভা বর্ধনে।।
হাতে বাঁশী মাথে চূড়া
পরিধানে পীত ধড়া,
অপরূপ অঙ্গ সাজে
নূপুর বাজে চরণে।।
রাধারাণীর মন বনে
মিলন আশা তব সনে,
উছলিয়া উঠে শুনি
নূপুরের গুঞ্জনে।।

আশার প্রদীপ জ্বালি
দিন গুনে যাই,
অভাজনে কর কৃপা
মিনতি জানাই।(প্রভু মিনতি জানাই)

দরশন লাগি কত মহাযোগী
তব ধ্যানে রত দিবানিশি জাগি,
বহু ভাগ্য বলে দরশন মিলে
তুমি যদি কৃপা কর তাই।।

ঝরে অশ্রুবারি দয়াময় হরি
দীন ভিখারী চরণে তোমারি।
তব জয়গানে তাপিত পরাণে
তোমারে খুঁজে যেন পাই।।

নারায়ন বন্দনা

নারায়ন পূঁজ নারায়ন ভজ
নারায়ন নাম নিতে ভুলো না।
হৃদয় বৈকুণ্ঠে বাস আর কিবা কর আশ
একান্ত হয়ে মন খুঁজে দেখো না।।

আদি দেব নারায়ন লীলা রস আস্বাদন
যাঁর ইচ্ছাতে জগৎ সংহার সৃজন পালন,
ভার্যা রমা দেবীসনে লীলা রত ত্রিভুবনে
অবতার লীলা গাঁথার নাহি তুলনা।।

নির্বিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্ম সনাতন
কে পারে করিতে প্রভুর মহিমা বর্ণন।
ভকত বৎসল হরি অহেতুক কৃপা করি
প্রকাশে স্বরূপ তত্ত্ব ভক্তে আপনা।।

৬৭) জগতের গুরু হরি প্রভু নারায়ন
নমো নমো নমো নমো নারায়ন।।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রত্নে শোভমান
বৈকুণ্ঠ বিহারী হরি আদি ভগবান।
অখিল ব্রহ্মান্ডপতি সর্বেশ্বর লক্ষীপতি
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশন পরম কারণ।।

জগদাত্মা জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন
অন্নদাতা দীন শরণ বিপদ ভঞ্জন,
ত্রিমূর্তিতে প্রকাশিত স্বরূপশক্তি সহি
লীলাময় নারায়ন ভক্ত প্রাণ ধন।।

লক্ষীবন্দনা

৬৮) জয় মা লক্ষী হরি প্রিয়া
নারায়নী মহামায়া,
জগন্মাতা স্বরূপিনী
ত্রিলোক পালিনী।।

শ্রী সম্পদ ভুক্তি মুক্তি
পুরুষার্থ প্রেম ভক্তি,
অন্নহীনে অন্নদাত্রী
দারিদ্র বিনাশিনী।।

ভূ-মন্ডলে যত নারী
তব লীলা সহচরী,
জাগো মা অন্তরে শক্তি
চাপল্য পরিহরি।

স্বরূপে মা ব্রহ্মময়ী
লীলাতে হও গুণময়ী,
জীবের দুঃখে যুগে যুগে
হও মা মর্ত্যবাসিনী।।

গনেশ বন্দনা

৬৯) বন্দি দেব গজানন
পার্বতী নন্দন,
গণপতি শ্রী গনেশ
কল্যাণ কারণ।।

সর্ব বরেণ্য দেব
সর্ব সিদ্ধিদাতা,
মহাবলী পরাক্রমী
দেবাসুর বিজেতা।

অপার মহিমা যাঁর
শিব পুত্র কর্ণধার
দেবারাধ্যা শ্রীচরণ
বিঘ্ন বিনাশন।।

✿

সরস্বতী বন্দনা

৭০) কি দিয়ে পুঁজিব তোমায়
জননী আমার,
কৃপা করে নাশ মাগো
অজ্ঞান আঁধার।।

সৃষ্টি স্থিতি লয়ে তুমি মা জননী
বেদমাতা সর্ব জ্ঞান প্রদায়িনী,
অরূপে স্বরূপে তুমি ব্রহ্মময়ী
ত্রিভুবনে তব জয় জয়কার।।

জ্ঞানী ভক্ত শিল্পী গাহে তব গীতি
হৃদয় কমলে মধুর আরতি,
অবিদ্যা নাশিনী দেবী বীণাপানি
দিও মা সন্তানে ভক্তাধিকার।।

৭১) জয় মা ভারতী দেবী সরস্বতী
জ্ঞান প্রদায়িনী মাতঃ সর্ব বিদ্যা দায়িনী।

গীতি বাদ্য বিশারদা শুভদা বরদা
ব্রহ্ম স্বরূপিনী নিত্যা মোক্ষদা জ্ঞানদা।

বাগ্ বাদিনী বেদের জননী
কণ্ঠে বিরাজ শ্বেত সরোজবাসিনী।।

✿

হনুমান বন্দনা

৭২) ঝরেছে ঝরিছে কত নীর
হনুমান দয়া কর মহাবীর।।

ত্রিলোকে তোমারি জয়গান
জাগে তব নামে দীন প্রাণ।
জপি মহামন্ত্র নাম
জয় রাম সীতা রাম
জাগিলে জাগালে ভক্ত বীর।।

ধরায় শ্রীরাম ভগবান
অনুগামী ভক্ত হনুমান।
দেবতা যাঁহারে মানে
যোগী যাঁরে খুঁজে ধ্যানে
অরি যাঁর সন্মুখে নতশিরে।।

৭৩) থাকলে শুধু বিচার লয়ে
যাবেরে সুখের জীবন,
সুবুদ্ধি সৎ লক্ষ্য রেখে
কর শ্রেয়ঃ আচরণ।।

জীবন স্রোতে চলছে ভাসি
সত্য মিথ্যা পাশাপাশি,
ভ্রান্তি বিলাসিনী মায়া
বুদ্ধি করে অপহরণ।।

ধর্ম না হয় কথার কথা
কেন এ অশান্তি ব্যথা,
ভাবছ যাহা অন্ধবিশ্বাস
তাই হবে শেষ অবলম্বন।।

✿

৭৪) ভব পারে বসে কেঁদে ডাক
আমায় পার কর শ্রীহরি।
ডাকার মত ডাকলে তাঁরে
পাবে রে মন চরণ তরী।।

বৈঠা হাতে মাঝি সাজি
বুঝবে না এ ভোজের বাজি,
সবাই ভবে মাঝি হলে
ঝরত না রে আঁখি বারি।।

কর না রে বাড়া বাড়ি
লক্ষ্য তোমার সাগর পাড়ি,
মন প্রাণ সঁপিয়া ডাক
পারের মাঝি গুরু হরি।।

✿

রাম ভজন (হিন্দি)

৭৫) জাগো মেরে ভাইয়ো
আও করে রাম নাম।।

একবার পুকারে শত পাপ হরে
জনম সফল হোতা জো হী সদা পুকারে
হাত সে করো কাম মন মে রাম নাম
সচ্চা হ্যায় দুনিয়া মে ওহী রাম নাম।।

কহে মহামতি রাম সে ভকতি
প্যায়ার সে মাঙ্গে তো জীবে মিল জাতি,
ধন জন যৌবন ভব মায়া বন্ধন
নাম সে মিলায়ে রাম চির শান্তি ধাম।।

লুটের গান

৭৬) তোরা কে নিবিরে আয়
প্রেম বাজারে শ্রীরাধিকা
প্রেমের লুট বিলায়।।

হাটের রাজা রাই কিশোরী
যাঁর কাছে প্রেম যাচে হরি,
তোরা কেন রইবি দূরে
ত্বরা করে আয়।।

জয় রাধে গোবিন্দ বলে
লুটের প্রসাদ নে রে তুলে,
কণা মাত্র পেলে জীবন ধন্য হয়ে যায়।

প্রেম ভক্তি রসের মিঠাই
সময় থাকতে লুটে নে ভাই,
খুলে যাবে হৃদয় কপাট
সদ্‌গুরুর করুণায়।।

৭৮) প্রেমের ঠাকুর মৌনীবাবা
এসেছে রে ধরায়,
সঙ্গে লয়ে ভক্ত পার্ষদ
নব যুগের স্থাপনায়।।

বিচার নাই শুচি অশুচি
ব্রাহ্মন কিংবা হাড়ি মুচি,
নামামৃত বিলায় জীবে
দয়াল পরম করুণায়।।

এল আবার নামের জোয়ার
ঘুচিবে সংশয় অনাচার,
দূরে যাবে ত্রিতাপ জ্বালা
কৃষ্ণ নামের মহিমায়।।

না ব্রজে না নীলাচলে
এবার লীলা পূর্বাঞ্চলে,
রাণীবাড়ী মহাতীর্থ
স্মরণীয় ভূ-তলে।

নামের সন্দেশ নামের মিঠাই
ভক্তি ভরে লুটে নে ভাই,
চাই আনন্দ চাই প্রেম
কে নিবেরে ছুটে আয়।।

ভক্তিমূলক

৭৯) তোরা কে কে যাবে ওপারে
ত্বরা করে আয়।
তরী নিয়ে বসে আছে
প্রেমিক শ্যাম রায়।।

লাগিবে না পারের কড়ি
প্রাণ খুলিয়া বল হরি,
পারের কর্তা গুরু হরি
মন তোমার চায়।।

প্রেম ভরে কণ্ঠে যাহার
রাধা কৃষ্ণ নাম ,
উদ্ধারে শ্রীগুরু রূপে
কৃষ্ণ গুণ ধাম । ।

ভক্তি ডোরে কৃষ্ণ বাঁধা
সঙ্গে প্রেমময়ী রাধা,
নামের শরণ লও গুরুদাস
সময় বইয়া যায় । ।

✿

৮০) মানস সরোবরে
হংস রাজ হরষে চলে,
সাধ্য নাহি ধরি তাঁরে
পালায় অতি কৌশলে । ।

সে তো নয় সামান্য পাখি
যুগে যুগে দিলে ফাঁকি,
স্বরূপ তাঁহার যায় না জানা
থাকিতে ভোগ বাসনা । ।

বিবেক যেন উঠে বলে
পড়বে ধরা ভক্তি জালে,
সুযোগ এলে দুটি পায়ে
বাঁধ প্রেম শেকলে । ।

৮১) তরী বাইয়া যাওরে
ওঁ কার ধ্বনি দিয়া।
উজানি নগরে তোমার
প্রেমিক রইছে বইয়া
ডাকে হাতছানি দিয়া।।

জীর্ণ তরী চলছ বাইয়া
দীর্ঘ কাল ধরিয়া,
প্রাণ বন্ধুরে পাইলে জ্বালা
যাবেরে ভুলিয়া,
নতুন জীবন পাইয়া।।

ভয় প্রলোভন পথের বাধায়
যাও যদি থামিয়া,
অন্তিম কালে কূল পাবে না
কান্দিয়া কান্দিয়া।।

হৃদে বাজে প্রেমের বাঁশী
শুন মন দিয়া।
ব্রজ গোপীর ভাব রঙ্গে
চল রে নাচিয়া
গুরু অনুগত হইয়া।।

শ্রী শ্রী মৌনীবাবার মঙ্গলারতি

৮২) উঠ গুরু মৌনীবাবা নিশি পোহাইল।
সাধু ভক্ত যোগীগণ জাগিয়া উঠিল।

মায়াবদ্ধ কলির জীব রইল ঘুমে অচেতন।
তুমি জাগিলে নাথ জাগিবে সবার চেতন।।

শিবগুরু সচ্চিদানন্দ জাগ প্রেমের ভগবান।
জাগিয়া জাগাও ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত প্রাণ।।

মধুর মঙ্গল গীতি গায় দীন গুরুদাস।
শ্রীগুরু স্মরণে প্রাতে পাপ তাপ তমঃনাশ।।

৮৩) উঠিয়া শ্রীগুরু প্রেম কল্পতরু
মুখ প্রক্ষালন করিয়া।
বসেন আসনে ভক্ত প্রাণ ধন
পরমানন্দে হাসিয়া।।

মঙ্গল আরতি করে গুরুদাসী
শ্রীগুরু বদন হেরিয়া।
ধূপ দীপ আদি যতনে সাজায়
সহচরী গুরু প্রিয়া।।

সুমধুর ধ্বনি শঙ্খ ঘন্টা
কাঁসর বাদ্য করতালি।
মঙ্গল গীতি মৃদঙ্গের তালে
শ্রবণামৃত রসালি।।

শিব গুরুদেব সচ্চিদানন্দ
গলে শোভে অক্ষমালা।
স্বরূপ সুন্দর ভক্ত মনোহর
শ্রী বদন প্রেমে উজ্জ্বলা।।

আনন্দে মগন প্রিয় ভক্ত গণ
নাচে গায় স্তব জয় গান।
হেরিয়া প্রভুর দিব্য শ্রীমূরতি
জুড়ায় ক্লান্ত তাপিত প্রাণ।।

প্রভুর স্বরূপ ভক্তি অনুরূপ
একাধারে রাম হরিহর।
পতিত পাবন নর নারায়ণ
নিত্য লীলাময় মহেশ্বর।।

শ্রীগুরু মহিমা সামান্য জানিয়া
গুরুদাস উঠে শিহরিয়া।
প্রভুর চরণে একান্ত শরণে
প্রেম ভক্তি নিল মাগিয়া।।

৮৪) হৃদয় মন্দিরে জাগ, জাগ গুরুদেব।
গগনে উদিত যেমন, প্রভাত সূর্যদেব।।

কত নিদ্রা যাও দয়াল, জাগ কৃপা করে।
জাগিয়া জাগাও জীবেরে, অজ্ঞান তিমিরে।।

রবির উদয়ে যেমন, জগতের প্রকাশ।
হৃদয়ে জাগিলে প্রভু, চিরতরে তমঃ নাশ।।

ভোরের পাখীরা গায়, সুমধুর স্বরে।
মধুর পরশ লাগি, বায়ু বহে ধীরে।।

গুরুদাস ভুলিতে চাহে, যত সুখ দুঃখ।
প্রভাতে জাগিয়া স্মরি শ্রীগুরুর চাঁদমুখ।।

✿

ভক্তিমূলক

৮৫) শ্যামা আর শ্যামে ও মন
প্রভেদ কর না,
প্রকাশে যাঁর অনন্তরূপ
আসলে সে একজনা।।

অসূর বধে ধরে অসি
মন বিজয়ে বাজায় বাঁশি,
ব্রজ লীলার প্রেমিক রাজা
কখন শিবা শবাসনা।।

গলে দোলে মুন্ডমালা
কারো চোখে বনমালা,
কেউ পিতা কেউ মাতা বলে
কেউ ভাবে মোর কেলে সোনা।।

৮৬) কেন মনে কর ভেদ
বিচার করিয়া দেখ্,
পরব্রহ্ম অভেদ
কালী কৃষ্ণ এক।।

যে মা কালী ভৈরবী
সে যে পরমা বৈষ্ণবী,
শাক্ত বৈষ্ণবের ইষ্ট
পরমেশ্বর এক।।

যখন হবে জ্ঞানের বিকাশ
দেখতে পাবে স্বপ্রকাশ,
তখন ভুলে যাবে ভেদাভেদ
বলেরে বিবেক।।

গঙ্গা বন্দনা

৮৭) পতিত পাবনী মাতঃ গঙ্গে
হে মা বরদে শুভদে।।

হরি পদ নিঃসৃতা
শম্ভু জটা শোভিতা,
বিষ্ণু শক্তি শিব প্রিয়া
সুখদে মোক্ষদে।।

অমৃত সদৃশ জল
কে পারে বর্ণিতে ফল,
পাপ নাশ ভব ক্ষয়
পরশে জনম সফল।।

নাহি হেন সুকৃতি
করিব ভকতি স্তুতি
গুরুদাসের জীবন দাত্রী
প্রণমি শ্রীপদে।।

দয়াময় গোবিন্দ মোরে
সুখে রেখো না,
বিষয় সুখে ভুলে তোমার
নাম নিতে পারি না।।

জীবন প্রভাতের সাথী
দুঃখেরে ভয় করি না,
দুঃখ মোরে দাও শুধু
তোমায় ভুলতে দিও না।।

সুখে মোরে রেখো সেদিন
করবে যবে করুণা,
চরণে মিলিবে ঠাঁই
মায়ার বাঁধন রবে না।।

✿

৮৯) জীবন টলমল যেন পদ্ম পত্রে জল
বিচার করিয়া চল্ চঞ্চল মন।
লক্ষ লক্ষ জন্ম পরে দুর্লভ মানব জনম
পাইয়াছ যবে মন কররে যতন।।

দূর করিতে ভব জ্বালা কর যদি অবহেলা
কাঁদিয়া কূল পাবে না শুনরে অজ্ঞান।
অনিত্য অসার সব ধন জন যৌবন
জানিও এ ভবে সার হরি নাম ধন।।

শুন মন বলি তোরে মুক্তিস্বাদ পেতে হলে
ছাড়িয়া বিষয় চিন্তা কর নাম সাধন,
শ্রীগুরু চরণ বন্দি ভাসাও জীবন তরী
পার হবে এ ভব নদী রবে না বন্ধন।।

৯০) পরম পবিত্র পরম পুরুষ
পরব্রহ্ম পরকাশ হে,
বিপদ ভঞ্জন হৃদয় রঞ্জন
নিখিল ভুবন পালক হে।।

পতিত পাবন কলুষ নাশন
উত্তম অধম জীব উদ্ধারণ।
স্বত্ত্বঃ রজঃ তমঃ ত্রিতাপ বিষম
ভব রোগ বিনাশক হে।।

সচ্চিদানন্দ নাথ জগতের নাথ
নমিয়া শ্রীপদে করি প্রণিপাত।
হৃদয়ে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া
রহ সদা প্রিয়তম হে।।

✿

৯১) মনের মানুষ খুঁজে পাবে না
ও ভাই সারা ভুবনে,
কারে লয়ে রইবে ভবে
ভাবছ কি মনে।।

মনের মানুষ আছে
একজনা,
ধরা নাহি দিলে তাঁরে
যায় নারে জানা।।

মনের দোয়ার দিয়ে খুলে
চল কুন্ডলিনীর কূলে,
ধরতে যদি পার তাঁরে
থাকবে জীবন মরনে।।

খুলে দে খুলে দে
মনের দোয়ার,
৯২) রাধে গোবিন্দ নাম
সমরি ভবে সার।।

শত্রু তোমার রিপুগুলি
বাঁধা দেয় রে পথ আগুলি,
তারাই তোমার সহায় হবে
বইবে যবে নামের জোয়ার।।

চিদাকাশে উঠলে শশী
শুনবে শ্যামের মোহন বাঁশী।
ভাসিয়া আনন্দ স্রোতে
ভব নদী হবে পার।।

৯৩) বৈরাগ নয়রে মুখের কথা
ছাড়ি বললেই যায় নারে ছাড়া,
এতই যদি হতো সহজ
থাক্‌তো নারে দুঃখ জরা।।

যতদিন রহিবে কায়া
মনের কোণে থাকবে মায়া,
জীবে কিংবা বিষয়ে হোক
চলছে ভবে এমনি ধারা।।

গুরু কৃপা করে যারে
বৈরাগী যায় মায়ার পারে,
তুচ্ছ ভেবে মর দেহ
মহা ভাবে রয় আত্মহারা।।

৯৪) ভবের বাজারে ও মন
মানুষ চেনা দায়,
বিচার করে চল ভবে
ঠকিবে না ব্যবসায়।।

বলে না কেউ খোলা মনে
কপটতা আচরণে,
নিঃস্বার্থ প্রেম ভালবাসা
নাই রে আজি দুনিয়ায়।।

সবাই কি আর পাগল ভবে
কেহ তন্ময় মহাভাবে,
চিনতে যদি পার তাঁরে
পরে থাকো পায়ের তলায়।।

✿

৯৫) বাজাইও না বাঁশরী
রাধা নাম ধরে,
চরণে ধরিয়া করি
মিনতি তোমারে।।

তোমারি বাঁশীর সুরে
এমনি সুধা ঝরে,
কি যাদু জান তুমি
বল গো মোরে।।

পীরিতি বিষম জ্বালা
বুঝনারে নিঠুর কালা,
বিরহিনীর ব্যথা বুকে
নীরবে ঝুরে।।

শাশুড়ী ননদী তারা
দেয় মোরে পাহারা,
কেমনে আসিব বল
দেখিতে তোমারে।।

কাঁদে রাই কমলিনী
কানু ব্রজে নাই।
৯৬) ব্রজবাসী নর নারী
কাঁদে রাখাল ভাই।।

পশু পক্ষী তরু লতা
যারা মুখে কয় না কথা,
হাম্বা রবে ধেনু ফিরে
কারো প্রাণে শান্তি নাই।।

থাকলে মুখে আত্ম ভোলা
বুঝতো না কেউ ব্রজ লীলা,
চোখের জলে কৃষ্ণ মিলে
দেখালো চতুর কানাই।।

কীর্তন

৯৭) হরে কৃষ্ণ হরে রাম জপ মন অবিরাম
নাম লইতে কভু মনরে ভুলিও না।।

জন্মান্তরের ফল মানব জনম
পাইয়াছ যবে হেলা করিও না।
সংসার সাগরে ডুবিয়া রহিলে
মুক্তির সন্ধান কভু মিলিবে না।।

যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া সকলি ছাড়িয়া
নাম ব্রহ্ম কর কেবল সাধনা।
দিনান্তে একবার সঁপিয়া মন প্রাণ
নাম লইলে ভব জ্বালা রবে না।।

৯৮) অন্তরে বাজে গো বীণায় গুরু ব্রহ্ম নাম
বিবিধ নিনাদে বাজে অজপা নাম।।

বাজে ভ্রমর ধ্বনি মৃদঙ্গ মাদল ভেরী
সুললিত কিঙ্কিনি মনো মুগ্ধকারী,
মৃদু মধু সুর তানে আনন্দ উথলে প্রাণে
হৃদি মাঝে ফুটে যেন চিদানন্দ ধাম।।

এ যেন সেই বাঁশী কদম্বের ডালে বসি
বাজাইত শ্যাম রায় প্রেম ছলনায়।
বাজে বাঁশী রাধা বলে সকরুণ ছন্দে
অভিসারে চলে রাই মিলন আনন্দে,
বাঁধ ভেঙ্গে ছুটে বান কূল ছেয়ে উজান
অনন্ত বারিধি বক্ষে লভিতে বিরাম।।

✿

৯৯) কদম্ব তলায় কে গো বাঁশরী বাজায়।
শ্রী রাধার প্রাণ যায় সখী দেখে আয়।।

কর্মরতা রাই ধনী, শুনিয়া বংশী ধ্বনি।
সুরে সুরে রাধা নামে চমকিয়া চায়।।

ললিতা মরমি সখী, ফিরে তাহে নিরখি
বাঁশী বাঁয় শ্যাম রায় রাধারে জানায়।।

১০০) (ভবে) জাগো জাগো রে ভবে
প্রেমের ভগবান,
জাগিয়া জাগাও ক্ষুধিত
তৃষিত তাপিত প্রাণ।।

অন্নগত কলি জীবে
ধর্মাদর্শ পাসরিবে,
দিবানিশি বিষয় চিন্তায়
ক্ষুদ্র জীবন অবসান।।

সদায় যারে দুঃখ জঞ্জাল
উৎপীড়নে করে নাকাল,
ইষ্টানিষ্ট বিচার বুদ্ধি
লুপ্ত হবে বিবেক জ্ঞান।।

ইষ্ট গুরুদেবে ভক্তি
জাগুক দেহে কর্ম শক্তি,
হৃদয় বীণায় বাজুক সবার
অখন্ড অমৃত তান।।

✿

১০১) ভাবলে যেন জগৎ সংসার
পাগলের বাজার,
ভব বৈদ্যের হাসপাতালে
চিকিৎসা হয় সবার।।

পাগল বলি আমরা যারে
সে তো আসল পাগল না রে,
যে যার ভাবে পাগল সবাই
করবে কে গুণের বিচার।।

পাগলের কাহিনী শুনে
ধারা নামে দুনয়নে,
নাম প্রেমেতে হলে পাগল
ভব জ্বালা রয় না আর।।

ভোগ আরতির গান

১০২) জয় জয় রাধে গোবিন্দ শ্রী লক্ষ্মী নারায়ন
প্রেমের ঠাকুর মৌনীবাবা করেন সুখে ভোজন।।

ঘৃত পক্ক নানা ব্যঞ্জন শাক পরমান্ন
দধি পিষ্টকাদি সহ সুবাসিত অন্ন।।

পরমানন্দে করি ভোজন সমাপন
শ্রীমুখে তাম্বুল দিয়ে বিশ্রাম শয়ন।।

ভক্ত করে জয় ধ্বনি জগন্নাথের যশঃ গান
প্রেম বাজারে মহাপ্রসাদ জুড়ায় তাপিত প্রাণ।।

জগদ্‌গুরুর লীলা দৃষ্টে আত্মহারা গুরুদাস
জনম জনমে পদে সেবা অভিলাষ।।

✿

১০৩) জীবন চলে যায়
প্রভু তাই ডাকি তোমায়,
চরণাশ্রিত তব এ দীন
দয়া কর ভগবান।।

তুমি বিনে এ তিন ভুবনে
কে আছে আপনার,
পতিত পাবন হরি
দীন দয়াল প্রভু
কর মোরে এ ভবে ত্রাণ।।

প্রেমের দেবতা হৃদয়ে বিরাজ
দরশন দিও মহারাজ,
মায়াময় সংসারে আছে শুধু যাতনা
দিও মোরে শ্রীচরণে স্থান।।

আত্মনিবেদন

১০৪) এ শুধু নয় গান
তোমার পদে আত্মদান
আপন করে নাওগো তুলে
প্রেমের ভগবান।।

হৃদয়ে দাহন অনির্বার
দেখাতে শক্তি নেই আমার,
যেমন করে দেখিয়েছিল
ভক্ত হনুমান।।

হৃদে অনাহত ধ্বনি
হয় যদি গো পদধ্বনি,
সন্মুখে দাঁড়াও এসে
নয়নের মণি।।

অনাথের নাথ গুরুহরি
করলে যবে মন চুরি,
চরণ ছাড়া কর না গো
করলে যবে জীবন দান।।

✿

১০৫) সর্বময় হরি এখানে ওখানে
রয়েছ ভুবন জুড়িয়া,
রেখেছ তোমার করুণা ধারায়
ভক্ত হৃদয় ভরিয়া।।

আমি অভাজন ভাবি অনুক্ষন
হৃদয়ে আমার আসিবে কখন,
একান্তে তোমারে লভিয়া পরাণে
রব সদা পদ চাহিয়া।।

যদি বল মোরে অতি স্বার্থপর
তব কাছে যবে নহে কেহ পর,
আমার এ চাওয়া তোমারি প্রেরণা
কেন যাব চলে কাঁদিয়া।।

তুমি ও তো ভবে নররূপ ধরি
জীবেরে শিখালে আপনি আচরি,
একই সূত্রে গাঁথা গুরুব্রহ্ম আত্মা
কেন রবে দূরে সরিয়া।।

১০৬) মানব জন্মের সাধ মিটেছে
এবার গুরু কর পার,
তোমারি কৃপাতে বুঝি
শ্রী পাদ পদ্ম সার।।

বিষয় মদে বুদ্ধি নষ্ট
পেলাম তাই এত কষ্ট,
স্নেহাশ্রয়ে অভয় দিয়ে
নিলে দাসের ভার।।

সেবা ধর্ম গুরু কর্ম
তোমার কৃপায় বুঝি মর্ম,
প্রমাদ ঘটে নানাভাবে
কলি কালের প্রভাবে।।

জীবনের যে কয়দিন বাকী
চাই না দিতে তোমায় ফাঁকি
জান তুমি কোথায় বাধা
পরমার্থ পথে চলার।।

০৭) গুরু আমার প্রাণের ঠাকুর
চৈতন্য গোঁসাই,
এবার আমায় কর দয়া
দাও গো পদে ঠাঁই।।

সুখে দুঃখে ঘোর বিপাকে
সত্য মিথ্যার ঘূর্ণিপাকে,
জীবন তো প্রায় চলেই গেল
বুঝতে বুঝতে কি যে চাই।।

গুরু রূপে এসে জীবনে
বুঝালে সুখ কোথায় মিলে,
কৌশলে কোন্ ধনে।।

করিতে অমৃতের সন্ধান
বাধায় ওষ্ঠাগত পরাণ,
সার বুঝেছি গুরু কৃপা
তোমায় যেন না হারাই।।

শিববন্দনা

০৮) জয় জয় আদিনাথ জয় ভোলানাথ
উমাপতি ত্রিলোচন ত্রিলোকের নাথ।
গৃহী তপস্বী ত্যাগী নটরাজ মহাযোগী
ডম্বরু ত্রিশূলধারী জয় বিশ্বনাথ।।

পরমার্থ সিদ্ধিদাতা কার্তিক গনেশের পিতা
মহালক্ষ্মী সরস্বতী যাঁহার দুহিতা,
বৃষভ বাহনে শিব পরাক্রমী মহাভব
প্রেম ভক্তি কল্পতরু জয় জগন্নাথ।।

হে সত্য সনাতন ব্রহ্ম নিরঞ্জন
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশন পরম কারণ,
গুরু জগৎপতি সর্ব জীবের গতি
অভয় চরণে নাথ কোটি প্রণিপাত।।

যুগল ভজন

১০৯) জান না রে মন ভজন রীতি
তাই তো যত বিড়ম্বন,
ভজিলে শ্রীগুরুর চরণ
পাবে লক্ষ্মী নারায়ণ
রাধা মদন মোহন।।

ব্রজগোপীর সহজ ভাব
মুখের কথা নয়,
জন্মান্তরের সাধন বলে
হয়তো কারো হয়।।

ভক্তি অঙ্গ কর সাধন
ধরে সদ্‌গুরুর চরণ,
যদি থাকে বাঞ্ছামনে
যুগল ভজন।।

নামে হরি রাধা কৃষ্ণ
নামে গোলক বৃন্দাবন,
কলিতে নাম তারক ব্রহ্ম
ভজন কীর্তন।।

ছাড়ি বিষয় ভোগ বাসনা
লও রে মন নামের শরণ,
সাধু সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
অভীষ্ট পূরণ।।

শ্রী শ্রী মৌনীবাবার অমৃত কথা

জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয়।
জয় গুরু সদ্‌গুরু জয় গুরু জয় জয়।।

প্রেমের ঠাকুর মৌনীবাবা সচ্চিদানন্দ নাথ।
মানদা সুন্দরী পতি ত্রিলোকের নাথ।।

শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখন্ড গ্রাম নয়াগ্রাম।
মহামানবের জন্মভূমি তীর্থ পূণ্য ধাম

মাতা সর্বমঙ্গলা দেবী পিতা শ্রী রামচন্দ্র।
চক্রবর্ত্তী বংশতিলক পুত্র রমেশ চন্দ্র।

১৩০১ সনের জৈষ্ঠ্যমাসে কৃষ্ণা দ্বাদশীতে।
জন্ম নিলেন রবিবারে জীব উদ্ধারিতে।।

দশম শ্রেণীর ছাত্র রমেশ পাঠে মনযোগী
এক সাধু সঙ্গে দেশান্তরী উত্তর কালের যোগী।।

হিমালয় ভারত ভ্রমণ সমাপন করিয়া।
পরমার্থ পথ পেলেন কাশীতে আসিয়া।।

মহর্ষি আনন্দময় ব্রহ্মচারীর দীক্ষা শিক্ষা পাইয়া।
দক্ষিনেশ্বর পঞ্চবটীতলে বসেন শীঘ্র যাইয়া।।

সতের বছর বয়ঃক্রমে কালী মায়ের সাক্ষাৎকার।
ঘুচালো ভ্রম চিরতরে অজ্ঞানান্ধকার।।

যোগীগুরু নিগমানন্দের অশেষ কৃপা বলে।
হঠরাজ যোগে সিদ্ধ হলেন স্বল্প কালে।।

নব নামে যোগীশ্বর সচ্চিদানন্দ নাথ।
বার বছর মৌনাবলম্বনে ব্রতী ভোলানাথ।।

মৌনাবস্থায় দক্ষিনেশ্বরে মৌনীবাবা নাম।
গুরুর আজ্ঞা পেয়ে গেলেন শ্রী বৃন্দাবন ধাম।।

বিজয় কৃষ্ণ গোস্বমী শিষ্য বিশ্বেশ্বর গোঁসাই।
বৈষ্ণব গুরু রূপে দিলেন স্নেহ ভরে ঠাঁই।।

সাধনের নিমিত্তে তাঁর দ্বার পরিগ্রহ।
সাধক ভিন্ন এই তত্ত্ব বুঝবে না কেহ।।

শ্রী রাধিকার দর্শন লাভে ধন্য ব্রহ্মচারী।
গুরু কৃপায় সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ কৌলাচারী।।

কৌলসিদ্ধ অবধূত নাম মাত্র সংসারী।
কখন লোকালয়ে কখন হিমালয়ে বনচারী।।

তন্ত্র যোগ প্রেম সিদ্ধ তপস্বী প্রবর।
কালী তারা বিদ্যা সিদ্ধ মহা যোগীশ্বর।।

সাধারণের মত যাঁর বাহ্য আচরণ।
ব্রহ্মানন্দে স্থিত প্রজ্ঞ সমাধি মগন।।

সাধ্য নাই কারো করে স্বরূপ বর্ণন।
একাধারে শিব শক্তি লক্ষী নারায়ণ।।

রাধা নামে মাতোয়ারা রোদন নর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতে যাঁর স্ফুর্ত্তি অনুক্ষণ।।

পাপী তাপী উদ্ধারিতে ছিলেন লোকালয়ে।
আত্ম গোপন করে থাকেন প্রতিষ্ঠার ভয়ে।।

লক্ষাধিক মানুষে দেন নাম বিলাইয়া।
যোগ্যতানুসারে সাধন দিলেন শিখাইয়া।।

জাত ধর্ম উচ্চ নীচ ছিল না বিচার।
হিন্দু মুসলিম শিখ ঈশাই সমান ব্যবহার।।

বর্ত্তমানে আপৎকালে প্রকৃত ধর্ম্ম নাই।
মানবতাই যুগ ধর্ম্ম যদি শান্তি চাই।।

অজ্ঞাত রয়েছেন আজো প্রচার বিমুখ বলে।
পঁচান্নব্বই বছরে মহাসমাধি স্বেচ্ছায় যোগ বলে।।

১৩৯৫ সনের বুধবার ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদ।
নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন পেয়ে ব্রহ্মপদ।।

আসামের করিমগঞ্জ রাণীবাড়ীতে সিদ্ধ পীঠস্থান।
শিবালয়ে সমাধি আসন সেথায় মহাপ্রয়াণ।।

প্রভুর কিঞ্চিৎ মহিমা শুনে শান্তি যদি পাও।
আত্ম বিচার আত্ম ধ্যানে একটু মন দাও।।

অন্তিমকালে আত্ম পরিচয় দিলেন ভক্ত জনে।
বিরহের জ্বালায় ধারা নামে দুনয়নে।।

রমেশ ঠাকুরের মৃত্যু নাই শরীর ছাড়তে হবে।
তোদের মাঝেই থাকব দুঃখ কেন তবে।।

"ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ" মন্ত্রে রব আমি।
এই মন্ত্রে করবি প্রণাম বলেন জগৎ স্বামী।।

তিন ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ শিব রূপের পূজা লইয়া।
নর দেহে ভোলা নাথ ছিলেন লুকাইয়া।।

প্রাণে জ্বালা স্থূল সেবার সুযোগ আর তো নাই।
জীবের সেবায় গুরু সেবা বাক্য পালন চাই।।

মানুষ হলে বুঝবে লীলা অন্তরে বাহিরে।
অকারণে জাগে সংশয় বিষয় বিকারে।।

দমে দমে নাম জপ কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন।
যোগ তপ যার যেমন নিরলস সাধন।।

অন্তরঙ্গ ভক্ত গণ পাবে দরশন।
প্রেম ভরে করবে যখন হরি নাম কীর্ত্তন।।

বহু ভক্তে প্রমাণিত সত্য অপ্রকটে।
বিপদে রক্ষা করেন আসিয়া নিকটে।।

প্রকট লীলায় যে সব ভক্তে করেন জীবন দান।
অন্তরেতে গুরু নিত্য সত্য ভগবান।।

পাপী তাপী মানুষই নয় গবাদি পশু।
উদ্ধারিলেন কৃপা করে গুরু কল্পতরু।।

হাতের মুঠোয় অষ্ট সিদ্ধি রয়েছে যাঁহার।
ইচ্ছায় যিনি করতে পারেন সৃষ্টি সংহার।।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু পতিত কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত।
রক্ষা পেল যাঁহার কৃপায় কেউ বা স্পর্শে সুস্থ।।

শ্রীগুরু পাদুকা পূজা চরণামৃত পান।
ভক্তি যোগে দেহ মনের আরোগ্য বিধান।।

মৌনীবাবার ভক্ত সমাজে প্রমাণের শেষ নাই।
গুরু পদে শরণ নিলে কি না সম্ভব ভাই।।

বাহিরে যাঁর ভক্ত ভাব অন্তরে ঈশ্বর।
প্রেমময় মৌনীবাবা স্বরূপে মহেশ্বর।।

ব্রাহ্মণ কিংবা হাড়ী মুচি জাতের বিচার নাই।
যারে তারে প্রেম বিলায় মানুষ হওয়া চাই।।

চোর ডাকাত পাষন্ড পতিত পাপী জন।
মৌনীবাবার প্রেম স্পর্শে লভে নব জীবন।।

উদাহরণের শেষ নাই জীবন চরিত পড়ে লও।
মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে ব্রতী আজ থেকেই হও।।

মঠ আশ্রম জাকজমকে প্রয়োজন তাঁর নাই।
শিষ্য হৃদে গুরুর আসন আর কি তবে চাই।।

বিষয় লোভে সত্য ত্যাগে সর্ব্বনাশই হয়।
সত্যাশ্রয়ীর দুঃখেই সুখ জানিও নিশ্চয়।।

গুরু বিনা ব্রহ্ম সেবা বিনা ধর্ম্ম নাই।
গুরু কৃপায় স্বরূপ লাভে অন্তে পদে ঠাঁই।।

যোগে অপারগ ব্যক্তির ভক্তি মাত্র সার।
গুরুতে আত্ম সমর্পনে করে যাও সংসার।।

বাবার চরিতামৃত ফটো রয়েছে যার ঘরে।
সর্ব্ব বিঘ্নে রক্ষা করেন শিবগুরু তারে।।

ভুক্তি মুক্তি প্রেম ভক্তি যে যা বাঞ্ছা করে।
মনস্কাম সিদ্ধ হয় মৌনীবাবার বরে।।

মহত্ত্বের অসংখ্য প্রমাণ রূপ কথা তো নয়।
মৌনীবাবার নাম কীর্ত্তনে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।।

প্রিয় ভক্তে বলেন যাহা পয়ত্রিশ বছর আগে।
অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যে প্রাণ কাঁদে অনুরাগে।।

কলি প্রভাবিত জীবের উদ্ধারের কারণ।
নর দেহে ভগবানের মর্ত্ত্যে আগমন।।

যার যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি সকাম নিষ্কাম।
নিষ্ঠা রতি গুরু পদে পূরে মনষ্কাম।।

চাপরাশ লইয়া আসিয়াছি মানুষ গড়ার কাজে।
"মানুষ হও" মধুর ধ্বনি আজো কানে বাজে।।

সদ্‌গুরুর দীক্ষা দান লীলা বিচারের পার।
দিন ক্ষণ জাত বিচার নাই এত কৃপা যাঁর।।

বিনা দক্ষিণায় দীক্ষা দান যাচিয়া ডাকিয়া।
পর জন্মে নামের কৃপায় যাবে উদ্ধারিয়া।।

ধনী বিদ্বান রাজার গুরু ভিক্ষা করিয়া।
দুঃখীরে দান করে ফিরেন আনন্দিত হইয়া।।

মান অপমান সমান জ্ঞানে যাঁর জীবন ধারা।
জগৎবাসীর মঙ্গল চিন্তায় দেহাত্ম বোধ হারা।।

গরীব দুঃখীর ঘরে যাইয়া লইতেন কিছু চাইয়া।
দালানে আজ তাদের বাস ধন জন লইয়া।।

সাধুর বাহ্য ব্যবহারে যারা করত উপহাস।
অনুশোচনায় বুক ফাটে আজ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।।

বাক্‌সিদ্ধ উর্ধরেতা মহাযোগীর ক্ষোভ নাই।
ক্ষমা করে কত পাষন্ডে দিলেন পদে ঠাঁই।।

শেষ লীলায় আশ্বিন মাসে মহাশক্তির পূজার্চ্চন।
সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে চাই নারী জাগরণ।।

মাঘে বিশ্বশান্তি ব্রহ্ম যজ্ঞ অখন্ড নাম কীর্ত্তন।
কল্পতরুর বরে ধন্য সহস্র জীবন।।

ফাল্গুনে সমাপ্ত হল নর নারায়নের খেলা।
স্মরনীয় চিরকাল অন্তিম প্রেম লীলা।।

শিব বাক্য মন্ত্র রাজ গুরু ব্রহ্ম নাম।
সদা মুখে গুরু নামে পূরে মনস্কাম।।

হরি নাম কৃষ্ণ নাম কলি যুগে সার।
পাপ তাপ হরে নামে সুখে ভব পার।।

রাধা নাম কৃষ্ণ নাম অমৃত সমান।
বাসনা ত্যজিয়া কর নামামৃত পান।।

যেই শিব সেই কৃষ্ণ মৌনীবাবা নাম।
সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ নামে জপ অবিরাম।।

গুরু গোবিন্দ যুগল সেবা অভিলাষ।
মৌনীবাবার অমৃতকথা গায় গুরুদাস।।

ওঁ ঐঁ শ্রী গুরবে নমঃ

গুরু স্তোত্র

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।

ওঁ অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

ওঁ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুর্রু দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

ওঁ ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরো কৃপা।।

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞান মূর্ত্তিং।
দ্বন্দাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।।

একং নিতং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুনরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।

ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।।

ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।

ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেবোঃ।।

নর্গুরোরধিকং তত্ত্বং নর্গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ্‌গুরু শ্রী জগদ্‌গুরু।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরম দেবতা।
গুরো পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্।
স এব সর্ব্বসম্পন্নঃ তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যং বোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্।।

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদ কলাতীতং তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

অনেক জন্ম সংপ্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধ বিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

ভবপাশ বিনাশায় জ্ঞান দৃষ্টি প্রদর্শিনে।
নমঃ সদ্গুরবে তুভ্যং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনে।।

বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং বেদাতীতং জগদ্গুরুং।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্ম সংস্থিতং।।

নরাকার পরব্রহ্ম রূপায়াজ্ঞান হারিনে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

মন্ত্র জপের নিয়ম -

সদ্‌গুরু দত্ত মহামন্ত্র শ্রী গুরু উপদেশ গম্য শ্বাসের তালে তালে মৌনভাবে জপ, স্মরণ ও মনন করাই সহজ সরল ও উত্তম সাধন।উহাকেই শাস্ত্রে অজপা বা মানসজপা বলা হয়। শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ কালে মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম ক্রিয়া ও সহজ হইয়া যায়, যাহাকে প্রাণায়াম বলে।

অঙ্গুলির দশ পর্ব্বে জপ করিলে যে ভাবে দেখানো হইয়াছে সেইভাবেই করিতে হয় অর্থাৎ অনামিকার মধ্য হইতে শুরু করিতে হয়।

পবিত্র, অপবিত্র, ভোজন, শয়ন,গমন ও দন্ডায়মান সর্ব্বাবস্থায় পবিত্র ইষ্ট মন্ত্র জপ করা যায়। শয়ন অবস্থায় মানস জপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেও অভ্যাসবশতঃ আপনা আপনি জপ হইতে থাকে। এমতাবস্থায় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সেই মন্ত্রটি যদি মনে পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে মন্ত্র চৈতন্য ও মন্ত্র যোগে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। ভগবান প্রাপ্তির উপায় একমাত্র প্রেম ভক্তি।

নববিধা ভক্তি

শ্রী হরির নাম শ্রবণ, নামগুণ লীলা কীর্ত্তন, শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ ও সেবন,অর্চ্চনা ও বন্দনা করা, দাস্য ও সখ্যভাব গ্রহণ ও আত্মনিবেদন করার নামই নববিধা ভক্তি।

(শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্।।)

ভজনের শ্রেষ্ঠ হয় নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহা শক্তি।।

ভক্তি লাভের উপায়-

সাধু সঙ্গ; বৈষ্ণব ভক্ত সঙ্গ

বৈষ্ণব প্রণাম-

বাঞ্ছা কল্পতরু ভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

বৈষ্ণব মহিমা-

ধনাভাব জনাভাব ও পান্ডিত্যের অভাব দেখিয়া অহঙ্কারী ব্যক্তি ভগবৎ ভক্তের নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যাক্তি ভক্তি করিয়া ভক্ত সেবা করিয়া ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত পরবশ। কৃষ্ণ সেবা হইতে কৃষ্ণ ভক্তের সেবা বড়। ভক্ত সেবা হইতেই সবাই কৃষ্ণ পায়।ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।ভক্তের বদনে কৃষ্ণ আহার করেন।

তুলসী স্নানমন্ত্র-

গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং ভক্ত চৈতন্যকারিনীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণু ভক্তি প্রদায়িনীম্।।

তুলসী প্রণাম মন্ত্র-

বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণু ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

তুলসী চয়ন মন্ত্র-

তুলস্য মৃত জন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে বিচিত্বামি বরদা ভব শোভনে।।

সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, রাত্রি ও সন্ধ্যাবেলায় তুলসী চয়ন করিলে বিষ্ণুর মস্তক ছেদন তুল্য হয়।
তুলসীপত্র নিত্য ভক্ষণ করিলে মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়।
তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ করিলে ভগবৎ কৃপা লাভ করা যায়।

গোপী চন্দন কিংবা তুলসী মৃত্তিকা দ্বারা তিলক ধারণ করা কর্ত্তব্য। অভাবে জল দ্বারা বা শ্বেত চন্দন দ্বারা তিলক করা যায়। তিলকহীন কপাল শ্মশান সদৃশ। এইসব নিজের পবিত্রতা ও কৃষ্ণ ভক্তি লাভের জন্যই করিতে হয়।

চৌর গনেশ মন্ত্র-

যেকোন পূজা ও মন্ত্র জপের পূর্ব্বে চৌর গনেশ মন্ত্র জপ করা উচিত।
প্রয়োগ যথা-
হৃদয়ে - ক্রোং এই মন্ত্র ১০ বার জপ। তারপর ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ চক্ষু,দক্ষিণ কর্ণ এবং বাম কর্ণের প্রত্যেকটিতে হ্রীং হ্রীং, দক্ষিণ নাসা ও বাম নাসা প্রত্যেকটিতে হূঁ হূঁ,
মুখে - স্ত্রীং স্ত্রীং
নাভীতে - ক্লীং, লিঙ্গে - হেসৌ,
গুহ্যে - ব্লুং, ভ্রুমধ্যে - হূঁ

এই মন্ত্র গুলি ১০ বার করিয়া জপ করিবে।

✿

সদ্‌গুরু শ্রী শ্রী মৌনীবাবার তিথি পূজা -

আবির্ভাব তিথি - জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি
(রথ যাত্রার ৪/৫ দিন পূর্ব্বে)
তিরোভাব তিথি - ফাল্গুন মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি
(শিবরাত্রির ২ দিন পরের প্রতিপদ তিথি)

মাকরী উৎসব হয় আশ্রমে, মাঘী সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ৩-দিন যজ্ঞ, পাঠ, কীর্ত্তনাদি

ভক্তেরা যার যার বাড়ীতে সপ্তমী দিনে এবং অক্ষয় তৃতীয়া প্রভৃতি দিনে বিশেষ গুরু পূজা,ভোগ,আরতি, উপাসনা কীর্ত্তন করা উচিত।

ভক্তি ভরে হরে কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিলে ও চলিবে।
মানব দরদী সদ্‌গুরুর উপাসনায় জীবন ধন্য করুন
জয় গুরু।